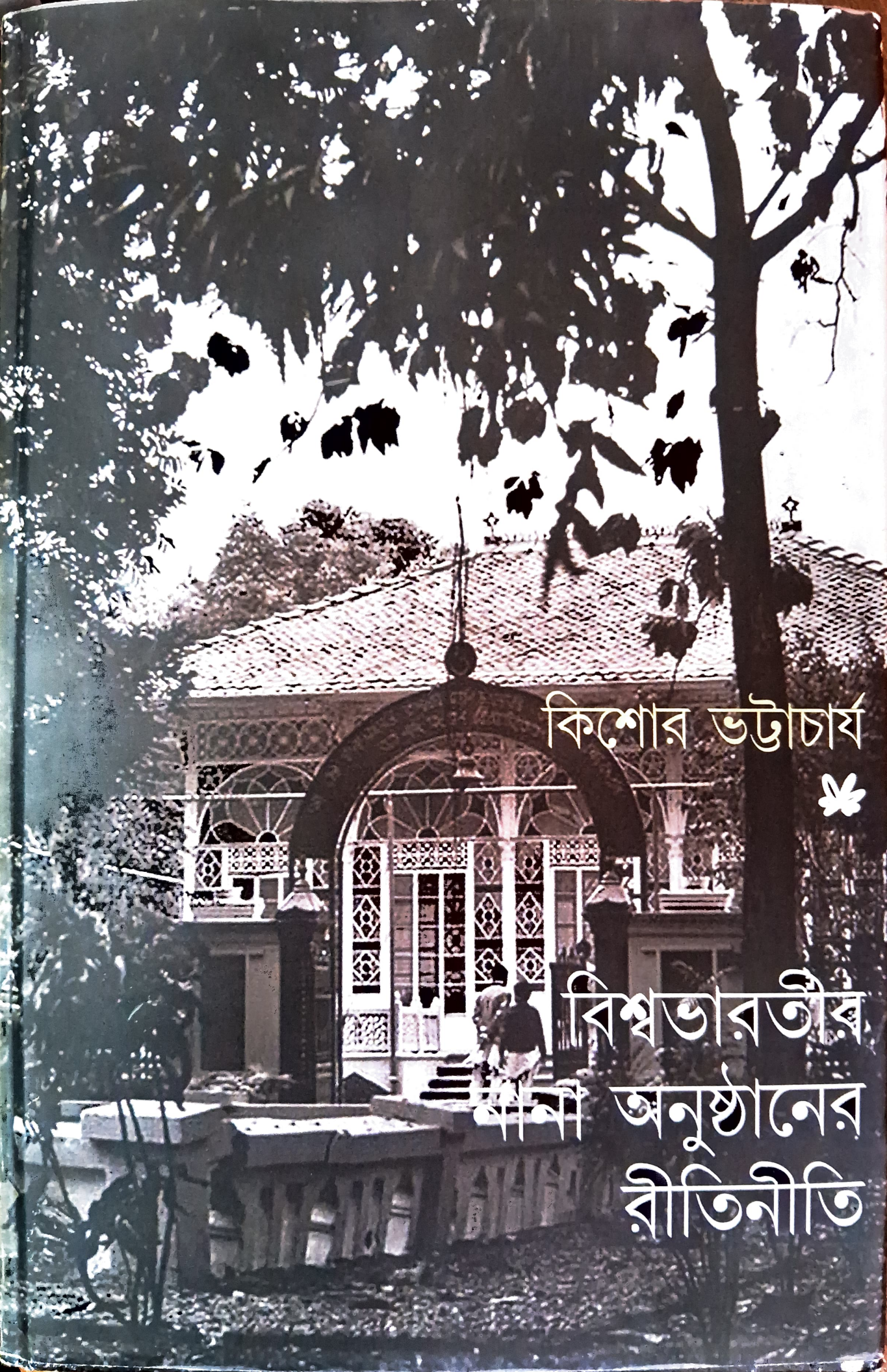

কিশোর ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতীর নানা অনুষ্ঠানের রীতিনীতি

বিশ্বভারতীর নানা অনুষ্ঠানের রীতিনীতি

বিশ্বভারতীর নানা অনুষ্ঠানের রীতিনীতি

কিশোর ভট্টাচার্য

বইওয়ালা বুক ক্যাফে
রতনপল্লি, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
boiwala.bookcafe@gmail.com
www.boiwalabookcafe.com

Visva-Bharatir Nana Anusthaner Riti niti

A Ready Reckoner of the Manners and Customs of the Various Programmes of Visva-Bharati by Kishore Bhattacharya

© কিশোর ভট্টাচার্য

প্রকাশ
২৫ বৈশাখ ১৪৩১

গ্রন্থসজ্জা
সৌমদীপ দত্ত

ছবি সৌজন্য
আলোকচিত্র অভিলেখাগার, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী

প্রচ্ছদের ছবি : সমীরণ নন্দী
প্রচ্ছদের আলপনা : সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ
কল্পনা
বইওয়ালা বুক ক্যাফে
রামকৃষ্ণ রোড, বোলপুর ৭৩১২০৪

প্রকাশক
আবীর মুখোপাধ্যায়
বইওয়ালা বুক ক্যাফে
রতনপল্লি, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
boiwala.bookcafe@gmail.com
www.boiwalabookcafe.com
টেলিফোন : +91 98746 40104

মূল্য : ৩৫০ টাকা

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

মুখবন্ধ

শান্তিনিকেতনে সারাবছর জুড়েই নানারকম উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন। রুটিনবদ্ধ লেখাপড়ার পাশাপাশি এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান নিয়ম করেই চলে আসছে বছরের পর বছর। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও জীবন-পরিবেশের সঙ্গে এগুলির একটা নিবিড় সংযোগ আছে। এখানকার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মী, আশ্রমিক এবং অতিথি, সকলেই এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এগুলির পরিচালনায় থাকে পরিমিতিবোধ, সুশৃঙ্খল সময়ানুবর্তিতা এবং পরিচ্ছন্ন শোভন রুচির ছাপ।

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সংবৎসরের উৎসব-অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দিয়ে থাকি ঠিকই কিন্তু অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের অনেকেরই জানা নেই। কারা এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, কীভাবে পরিচালিত হয়, কোন কোন অনুষ্ঠানের জন্য কোন কোন তারিখ নির্দিষ্ট, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের বিশেষ কোনও বিধি আছে কিনা, এই ধরনের বহু খুঁটিনাটি জিনিস আমাদের অগোচরে থেকে যায়। অথচ এগুলি জানতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু জানতে চাইলেও একনজরে সেগুলি পাওয়াও মুশকিল। সেজন্য এমন একটা লিখিত নিদর্শন খুব প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, যেটি হাতের কাছে থাকলে সেখান থেকেই সব উত্তর মিলতে পারে। এইরকম একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করলেন শ্রীকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সঙ্গে শৈশবকাল থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছেন। শিক্ষার্থী হিসেবে বা শিক্ষক হিসেবে শুধু নয়, তিনি বহুদিন যাবৎ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কর্মিমণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সূত্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত।

শ্রীকিশোর ভট্টাচার্যের এই পুস্তিকাটি একনজরে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর উৎসব- অনুষ্ঠানের একটি স্বচ্ছ দর্পণতুল্য হয়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস। এটি আমাদের মতো মানুষের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন আগামীদিনে যাঁরা শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী বা শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘের দায়িত্ব পালন করবেন তাঁদের জন্যও। এই পুস্তিককাটি সমাদৃত হলে ব্যক্তিগতভাবে আমার খুবই ভালো লাগবে।

অমল পাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), রবীন্দ্রভবন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। রবীন্দ্রনাথ নানা ঋতুতে নানা গান রচনা করেছেন, নানা অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন। মানবমনের পরিপূর্ণ বিকাশের তীর্থভূমি শান্তিনিকেতন। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সৃজনশীল মনের বিকাশ ঘটবে— এটাই কবির মানসিক ইচ্ছা ছিল। বিশ্বভারতীতে যে সব অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা/ কর্মিবৃন্দ আছেন তাঁরা রবীন্দ্রআদর্শ বজায় রেখে, রবীন্দ্রশিষ্ঠাচার মেনে আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করবেন— এটাই আমার ব্যক্তিগত মত। বিশ্বভারতী এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে নানা অনুষ্ঠান সারা বছর ধরে পালন করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় বসন্তোৎসব করে, পৌষ উৎসব, পৌষ মেলা, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। এই অনুষ্ঠানগুলি সব প্রকৃতির উৎসব, মানবতার উৎসব। আপামর জনসাধারণ দেখে মুগ্ধ হন, বছরের পর বছর বহু পর্যটক এসে আনন্দলাভ করেন।

আগামী দিনে বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানের রীতিনীতি সঠিকভাবে যাতে পালন করা হয় তার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। কালের নিয়মে বয়স্করা একদিন চলে যাবেন, বিশ্বভারতীতে অনেক নতুন ছাত্র-ছাত্রী, কর্মি, অধ্যাপক বাংলা তথা বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসবেন এবং কাজে যোগ দেবেন। তাঁদের পক্ষে সব অনুষ্ঠান জানা সম্ভব নয়। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তাঁদের কাজে লাগলে আমি পরিতৃপ্ত হব।

কর্মিমণ্ডলী বা কর্মিপরিষদে যাঁরা আগামী দিনে আসবেন, তাঁদেরও এই বইটি প্রয়োজনে লাগবে। আমি নিশ্চিত অন্ধকারে তাদের সামান্য আলোর দিশারী হবে এই বইখানি।

ছোটবেলা থেকে আশ্রম বিদ্যালয়ে পড়াশোনা হলেও অনেককিছুই আমার জানা ছিল না। বিশ্বভারতীতে কর্মিমণ্ডলীতে যোগদান করার পর অনেককিছুই শিখতে পেরেছি। অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে, অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছি। নিজের উপর বিশ্বাস রেখে, আনন্দ সহকারে বিশ্বভারতীর উৎসব অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছি। আমার সহযোদ্ধারা আমাকে খুবই সাহায্য করেছেন। কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঞ্জয় ঘোষ, তন্ময় নাগ, উৎপল হাজরা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিমাই চন্দ্র সাহা আমাকে কর্মিমণ্ডলীর কাজে নানা ভাবে সাহায্য করেন। সাহায্য করেন অধ্যাপক প্রহ্লাদ রায়, অধ্যাপক চৌধুরী হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক বুদ্ধদেব দাস, অনির্বাণ সরকার, অশোক মাহাতো, এবং প্রশান্ত মেষরাম। আমার কর্মিমণ্ডলীর সহযোদ্ধারা ভ্রমর ভাণ্ডারী, সৌম্য ব্যানার্জি, যতীন সাহা, বিশ্বজিৎ মজুমদার, গৌতম সাহা, বাপী দাস, অধ্যাপিকা মহুয়া ব্যানার্জি, দেবাশীষ রায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ অধ্যাপক অমল পাল, অধ্যাপক মিলন বিশ্বাস, অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে। বইটি লেখার জন্য নীলাঞ্জন ব্যানার্জি, ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক মাহাতো আমাকে যথেষ্ঠ উৎসাহদান করেছেন। এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। উদ্যান বিভাগের স্বপন হাজরা, কর্মি রাজীব ঝাঁ, দৈবকী নন্দন দাস, নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক শুধাংশু মাইতি, অধ্যাপক মনোরঞ্জন প্রধান, অধ্যাপক স্বপন রাহা, অধ্যাপিকা বিপাশা রাহা, অধ্যাপিকা সবিতা প্রধান, অধ্যাপক সন্দীপ সেন, অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা মাধবী রুজ কর্মিমণ্ডলীর কাজে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। সত্যি আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্বভারতীর

সকলের কাছে ঋণী, যখন যাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছি পেয়েছি। স্নেহের অর্পিতা চ্যাটার্জী সব সময় পাশে থেকেছে। পাশে থেকেছে মলয় লাহা, সুব্রত মণ্ডল, তপন মুখার্জি। আমি এদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

বিশ্বভারতীর উৎসব অনুষ্ঠানের কাজে পাঠভবন অধ্যক্ষা বোধিরূপা সিন্‌হা, শিক্ষাসত্রের ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষা শিউলি সিন্‌হা এবং বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা তমালি মজুমদার, শ্রীনিকেতনের অধ্যাপক অরুণ বারিক, অধ্যাপক অরবিন্দ মণ্ডল নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কর্মি সকলেই দু-হাত বাড়িয়ে সাহায্য করেছেন। আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

সর্বপরি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রদ্ধেয় বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এবং বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শ্রী সঞ্জয় মল্লিক শেষদিন পর্যন্ত আমার উপর বিশ্বাস এবং আস্থা রাখার জন্য তাঁদের দুজনকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কৃতজ্ঞতা জানাই বইটির প্রুফ যত্ন সহকারে দেখার জন্য অধ্যাপক উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায় এবং চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়কে। তাঁদের দুজনের আন্তরিক পরামর্শ আমাকে বইটি লেখার ব্যাপারে ঋদ্ধ করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই শিক্ষাসত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে। তিনি যত্ন সহকারে বইটির আলপনা এঁকে দিয়েছেন। আরও কৃতজ্ঞতা জানাই চিত্রশিল্পী সমীরণ নন্দী মহাশয়কে। তিনি উপাসনা মন্দিরের ছবি দিয়েছেন বইটির প্রচ্ছদে ব্যবহারের জন্য।

আমি ধন্যবাদ জানাই বইওয়ালা বুক ক্যাফের প্রকাশক ও আমার ভাতৃপ্রতীম আবীর মুখোপাধ্যায়কে।

কিশোর ভট্টাচার্য
প্রাক্তন অধ্যাপক, পাঠভবন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সূচি

উৎসব অনুষ্ঠানের তালিকা	১৫
কোন কোন দিন রাতে বৈতালিক হয়	১৬
কোন কোন দিন ভোরে বৈতালিক হয়	১৬
বিশ্বভারতীর নানা অনুষ্ঠানের রীতিনীতি	৫৩
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর গঠনতন্ত্র	৫৫
শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ ও রবীন্দ্রসপ্তাহের অনুষ্ঠানসূচি	৫৮
২২ শ্রাবণের মন্দির	৬৩
বৃক্ষরোপণ থেকে বর্ষামঙ্গল সুন্দরভাবে পালন করার জন্য পাঠভবন, শিক্ষাসত্র অধ্যক্ষকে চিঠি	৬৬
বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠানসূচি	৬৮
স্মরণ অনুষ্ঠানের গানের তালিকা	৬৯
শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব	৭১
শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রসপ্তাহ পালন	৭৩
বৃক্ষরোপণ থেকে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানসূচি	৭৪
স্বদেশী গানের অনুষ্ঠানসূচি	৭৭
বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানসূচি	৮০
শ্রীনিকেতনে শিল্প উৎসবের অনুষ্ঠানসূচি	৮৩
শারদোৎসব	৮৫
আনন্দবাজার	৮৫
গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠানসূচি	৮৬
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণ সভা	৮৯
পৌষ উৎসবের অনুষ্ঠানসূচি	৯১
পৌষ উৎসবের বৈতালিকের গান	৯৩
পৌষ মেলার অনুষ্ঠানসূচি	৯৪
ব্রহ্মোপাসনা	৯৬

৭ পৌষের বিবরণ ১১০
পাঠভবন, শিক্ষাসত্রের নিদর্শনপত্র-প্রদান ১১২
মহর্ষি স্মারক বক্তৃতা ও খ্রীষ্টোৎসব ১৩১
খ্রীষ্টোৎসবের অনুষ্ঠানসূচি ১৩২
৯ পৌষের অনুষ্ঠান ১৩৪
পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিবাসর অনুষ্ঠানসূচি ১৩৫
মহর্ষি স্মরণ অনুষ্ঠানসূচি ১৩৭
মহর্ষি স্মারক আলোচনা, ২৩ জানুয়ারি ১৪১
২৩ জানুয়ারির অনুষ্ঠানসূচি ১৪১
মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানসূচি ১৪২
২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস ১৪৩
২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানসূচি ১৪৪
বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠানসূচি ১৪৭
আম্বেদকর জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানসূচি ১৫১
বর্ষশেষের, বর্ষবরণের এবং রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানসূচি ১৫২
রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান ১৬১
রবীন্দ্র সপ্তাহে বিভিন্ন বক্তাদের চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণপত্র ১৬৮
শান্তিনিকেতনে ঘণ্টার ইতিহাস ১৭৫
আশ্রমসঙ্গীত ১৭৬
রাত্রে ও ভোরে বৈতালিকের গান ১৭৭
সাপ্তাহিক উপাসনার মন্ত্র ১৮৩

উৎসব অনুষ্ঠানের তালিকা

১) মহর্ষি স্মরণ (প্রভাতী উপাসনা ও অপরাহ্নে স্মরণ অনুষ্ঠান)	৬ মাঘ, জানুয়ারী
২) নেতাজির জন্মদিন (আলোকসজ্জা)	মাঘ, ২৩ জানুয়ারী
৩) মাঘোৎসব (সন্ধ্যা-উপাসনা)	১১ মাঘ, জানুয়ারী
৪) প্রজাতন্ত্র দিবস	মাঘ, ২৬ জানুয়ারী
৫) শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসব ও মেলা	মাঘ, ৬-৮ ফেব্রুয়ারী
৬) গান্ধীপুণ্যাহ	১০ মার্চ
৭) বসন্তোৎসব	দোলপূর্ণিমা, মার্চ
৮) বর্ষশেষ (সন্ধ্যা-উপাসনা)	চৈত্র সংক্রান্তি, এপ্রিল
৯) নববর্ষ ও বর্ষবরণ	১ বৈশাখ, এপ্রিল
১০) রবীন্দ্র-জন্মোৎসব	২৫ বৈশাখ, মে
১২) রবীন্দ্র-প্রয়াণ (প্রভাতী-উপাসনা) ও বৃক্ষরোপণ	২২ শ্রাবণ, অগস্ট
১৩) হলকর্ষণ	২৩ শ্রাবণ, অগস্ট
১৪) রবীন্দ্রসপ্তাহ	২৩ শ্রাবণ থেকে সপ্তাহব্যাপী, অগস্ট
১৫) স্বাধীনতা দিবস	১৫ অগস্ট
১৬) বর্ষামঙ্গল	১৬ অগস্ট
১৭) শিল্পোৎসব	বিশ্বকর্মা পূজার দিন, সেপ্টেম্বর

১৮) নাট্যোৎসব (শারদোৎসব)	মহালয়ার আগের দিন পর্যন্ত (প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী)
১৯) আনন্দবাজার	মহালয়া
২০) রথীন্দ্রমেলা (শিল্পসদন)	২৭ নভেম্বর
২১) নন্দনমেলা (কলাভবন)	১-২ ডিসেম্বর
২২) দিনেন্দ্রনাথের জন্মদিন (সন্ধ্যা-উপাসনা)	২ পৌষ, ডিসেম্বর
২৩) পৌষ-উৎসব (পৌষমেলা)	৭-৯ পৌষ, ডিসেম্বর
২৪) খ্রীষ্টোৎসব (সন্ধ্যা-উপাসনা)	২৫ ডিসেম্বর

কোন কোন দিন রাতে বৈতালিক হয় :

১। শান্তিনিকেতন গৌরপ্রাঙ্গণ — ৬ পৌষ, রাত্রি ৯টায়।

২। শান্তিনিকেতন গৌরপ্রাঙ্গণ — বসন্ত উৎসবের আগের দিন, রাত ৯টায়।

৩। শ্রীনিকেতন পাকুরতলা — ৫ ফেব্রুয়ারি, শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসব।

কোন কোন দিন ভোরে বৈতালিক হয় :

১। শান্তিনিকেতন গৌরপ্রাঙ্গণ — ৭ পৌষ ভোর ৫টায়।

২। শান্তিনিকেতন গৌরপ্রাঙ্গণ — বসন্ত উৎসবের দিন, ভোর ৫টায়।

৩। শান্তিনিকেতন গৌরপ্রাঙ্গণ — বর্ষবরণের দিন, ভোর ৫টায়।

৪। শান্তিনিকেতন গৌরপ্রাঙ্গণ — রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিন, ভোর ৫টায়।

৫। শান্তিনিকেতন গৌরপ্রাঙ্গণ — ২২ শ্রাবণ, ভোর ৫টায়।

৬। শ্রীনিকেতন পাকুরতলা — হলকর্ষণ উৎসবে, ভোর ৫টায়।

৭। শ্রীনিকেতন পাকুরতলা — সেপ্টেম্বরে (৩১ ভাদ্র) শিল্পোৎসবে ও শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে, ভোর ৫টায়।

বাইশে শ্রাবণ বৈতালিক, ২০২৩

ছাতিমতলায় আলোকসজ্জা, ২০২৩

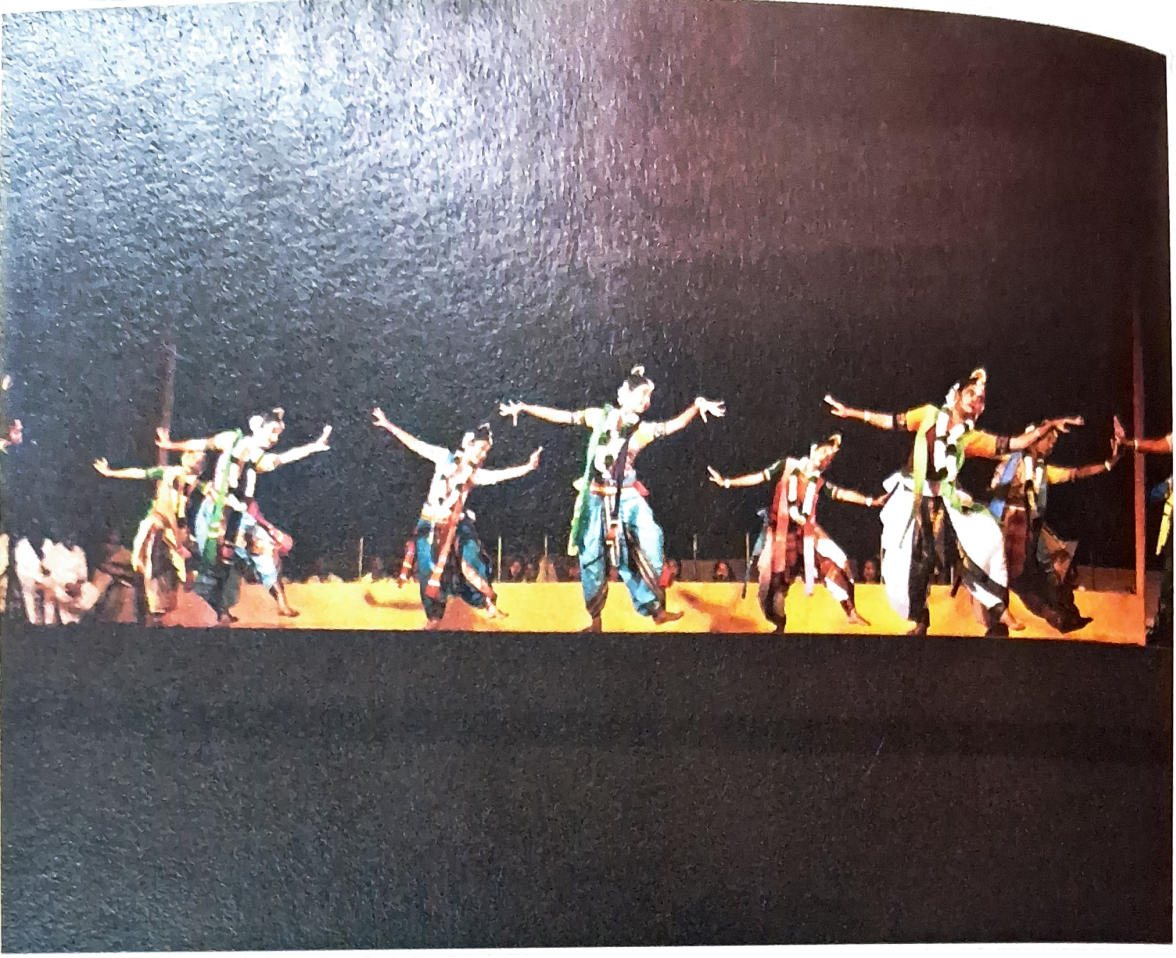

বর্ষামঙ্গল, ২০২৩

আনন্দবাজারে বিকিকিনি, ২০২৩

বসন্তোৎসব, ২০২৩

রবীন্দ্র সপ্তাহ, ২০২৩

বসন্তোৎসব, ২০২৩

রবীন্দ্র সপ্তাহ, ২০২৩

পৌষ উৎসব, ২০২৩

হলকর্ষণ, ২০১৫

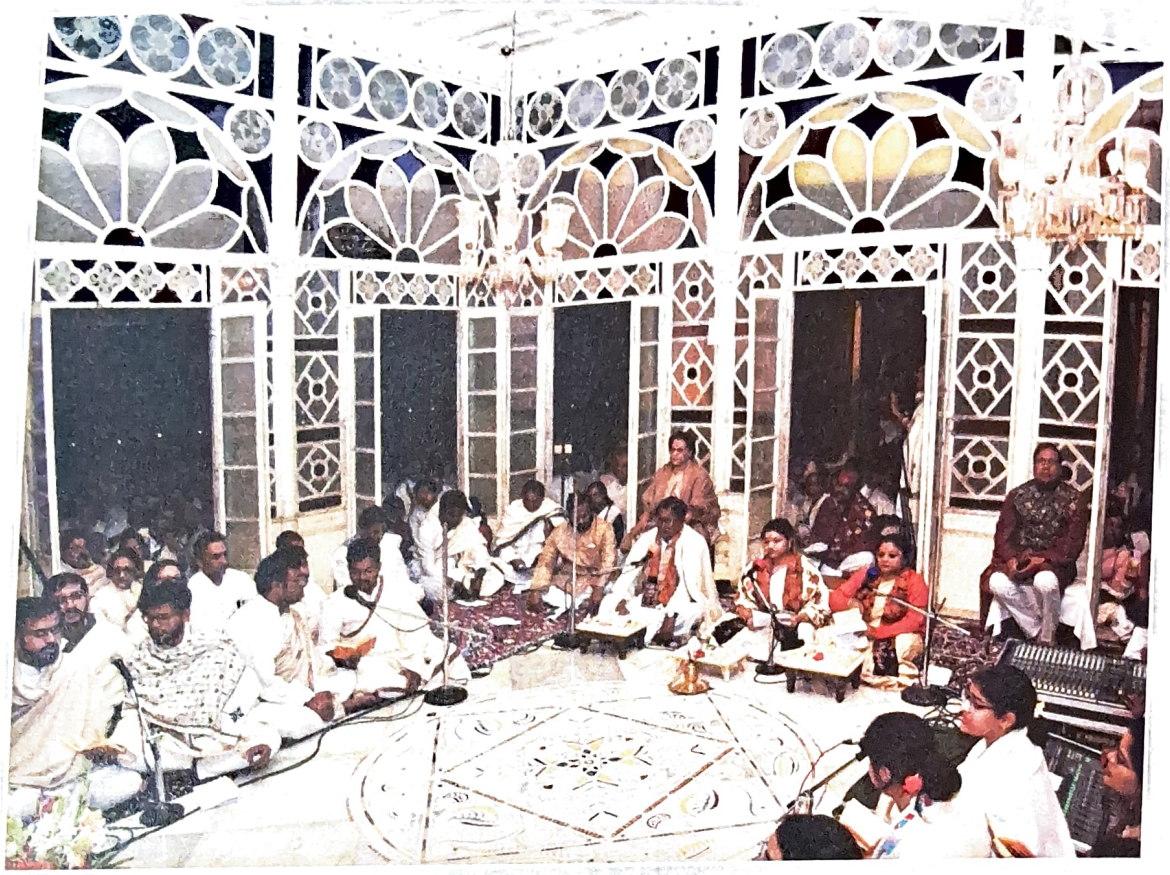

খ্রিষ্টোৎসব, ২০২৩

খ্রিষ্টোৎসব, ২০২৩

পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিচারণ, ২০২৩

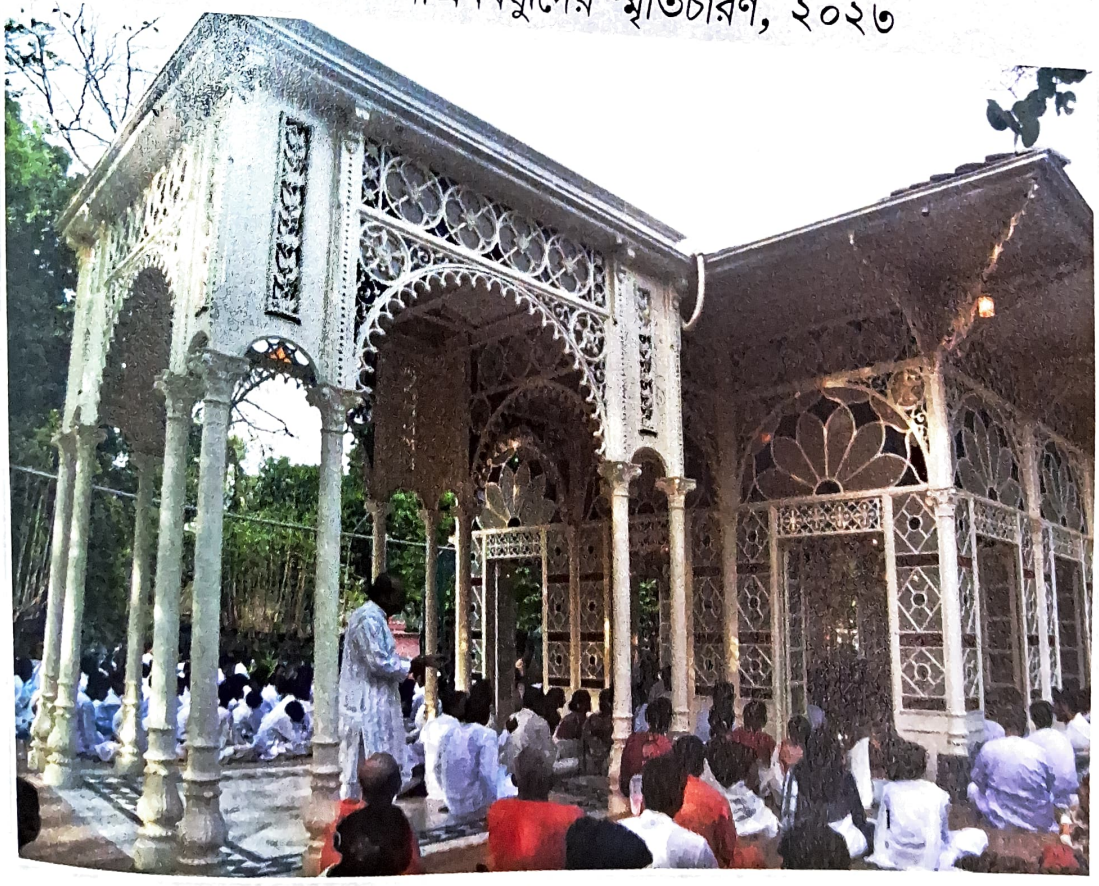

বর্ষবরণের উপাসনা, ২০২২

সমাবর্তন, ২০২৩

সমাবর্তন, ২০২৩

পুরনোদিনের পৌষমেলা

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য জহরলাল নেহেরু

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

বৃক্ষরোপণ

গুরুদেবের জন্মদিন পালন

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে গুরুদেব

পৌষমেলায় আদিবাসীদের খেলা

পৌষমেলায় গুরুদেব

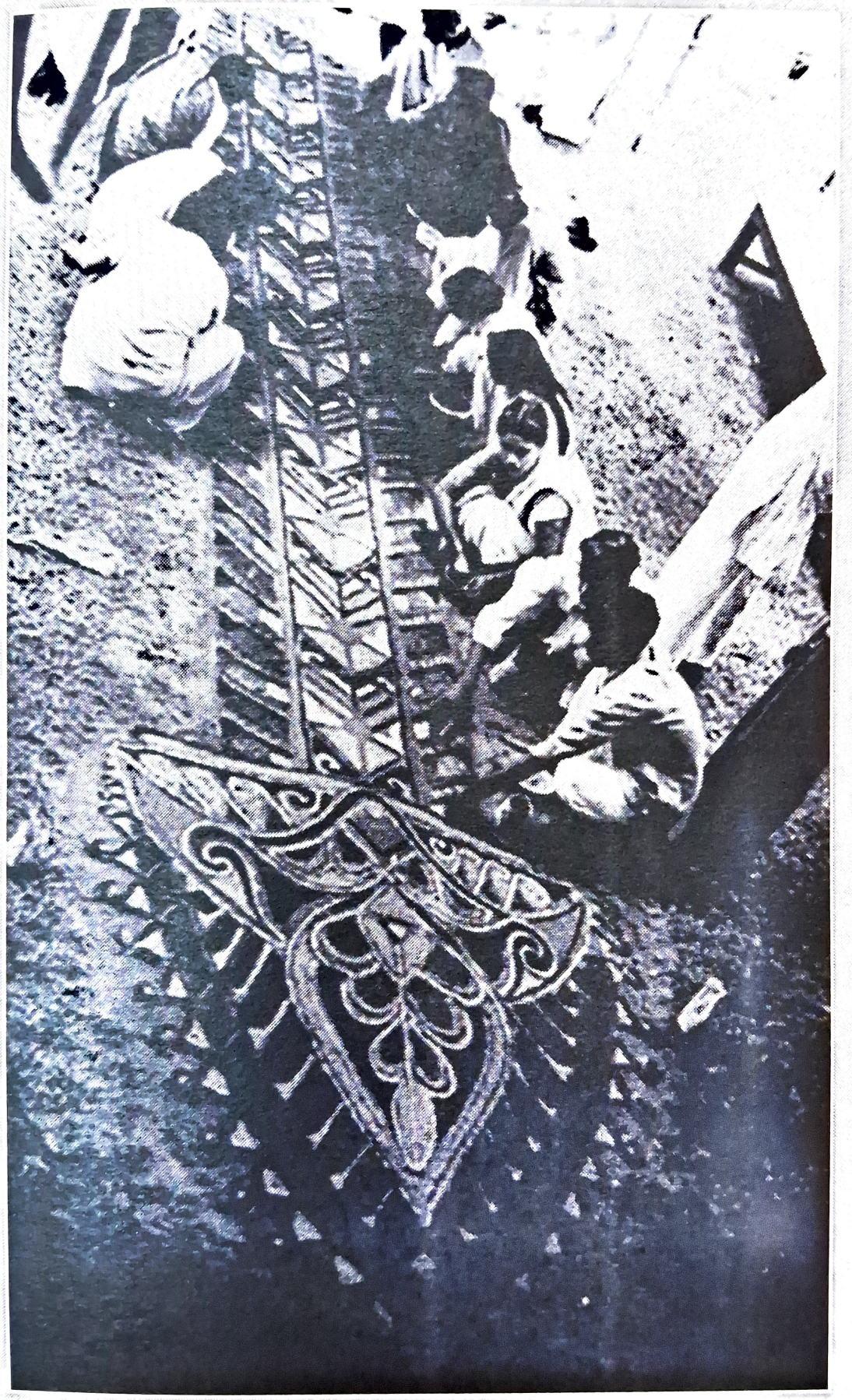

শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব

বৃক্ষরোপণে পঞ্চভূত

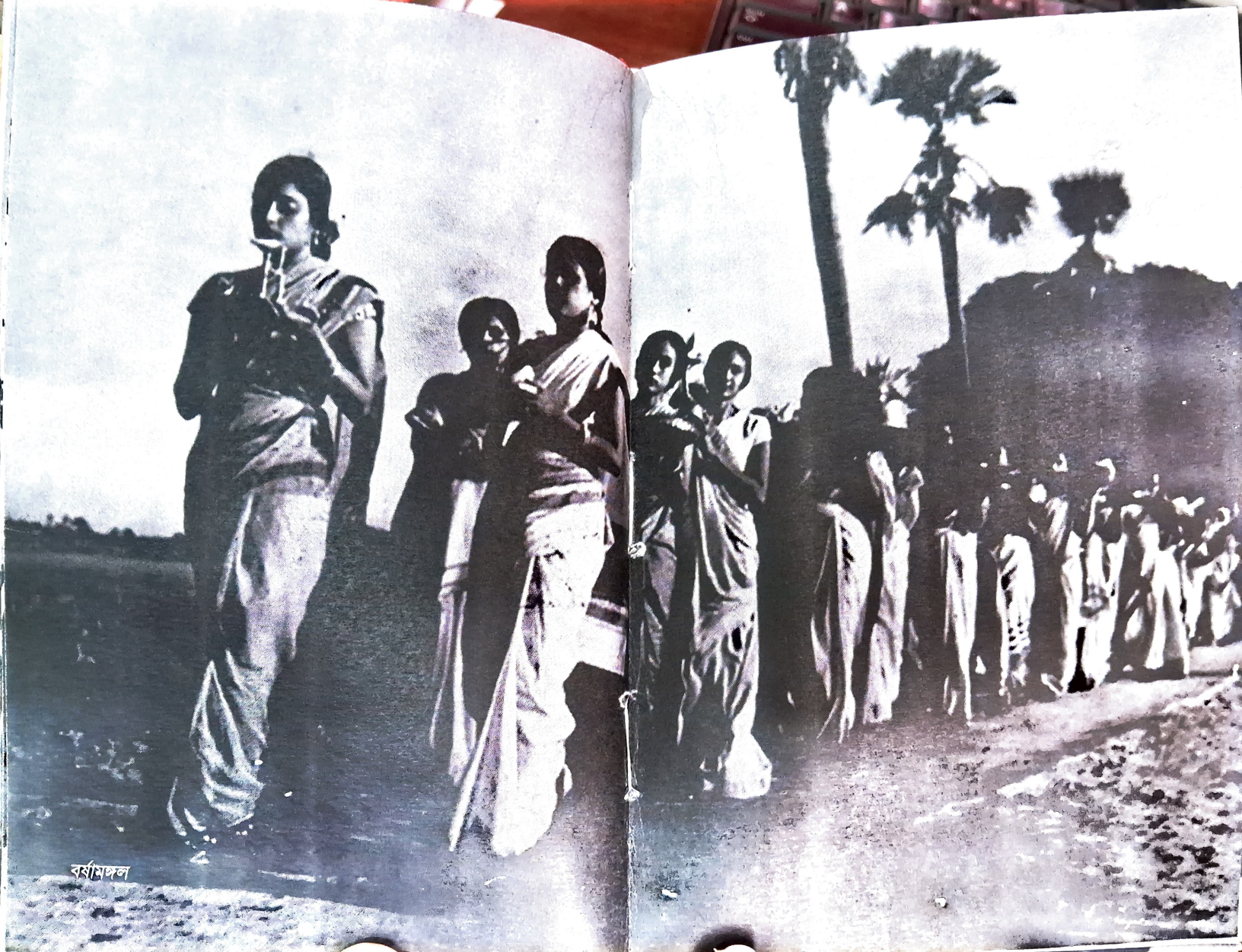

বর্ষামঙ্গল

হলকর্ষণে গুরুদেব

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৃক্ষরোপণে গুরুদেব

গৌরপ্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবস পালন

বিশ্বভারতীর নানা অনুষ্ঠানের রীতি নীতি

বিশ্বভারতী এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নানা উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এখানকার উৎসব অনুষ্ঠান এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। শুধু পুঁথিগত বিদ্যালাভ নয়, বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটবে এটাই আশ্রম শ্রষ্টা চেয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন এবং বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গান, নাটক রচনা করেন। শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের ধারা প্রবহমান। তাঁর দর্শন এখানকার প্রকৃতিতে বিরাজমান। তর্ক করে কাউকে বোঝানো যাবে না, তাঁর দর্শন অনুভবে। আশ্রমের প্রকৃতিতে ফুলে ফলে এক স্নিগ্ধতা বিরাজ করে। যে কেউ সন্ধ্যা, সকালে আশ্রমে প্রবেশ করলে তার চিত্তশুদ্ধি হয়। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরের সেই মহান বাণী "তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি" এখনো অনুভব করা যায়।

বিশ্বভারতীর উৎসব অনুষ্ঠান পালন করার দায়িত্ব আছে দু'টি সংস্থার। শান্তিনিকেতনে উৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয় 'শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী' দ্বারা আর শ্রীনিকেতনে উৎসব পালিত হয় 'শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘ' দ্বারা। শান্তিনিকেতনে কর্মিমণ্ডলীর কাজকর্ম অনেক বেশি থাকে। অন্যদিকে শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘের উৎসব অনুষ্ঠান মূলত হলকর্ষণ এবং শ্রীনিকেতনের বার্ষিক মাঘ উৎসব। এই মাঘ উৎসব উপলক্ষ্যে তিনদিনের মেলা পরিচালনা করে কর্মিসংঘ। শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী ও শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘ নিয়ে গঠিত কর্মি পরিষদ। কর্মি পরিষদ মূলত বসন্ত উৎসব এবং পৌষ উৎসব পালন করে থাকে। পৌষ উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে তিনদিনের যে মেলা সেটা পৌষ মেলা নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সেটি কর্মি পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতি বছর জুন/জুলাই মাসে বিশ্বভারতীর সকল কর্মী, অধ্যাপক নিয়ে সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতন কর্মি মণ্ডলী গঠিত হয়। শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী গঠনে বিনয়ভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, ভাষাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, পাঠভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় দপ্তরের কর্মিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই সভায় স্বয়ং উপাচার্য, কর্মসচিব উপস্থিত থাকেন।

অন্যদিকে কর্মিসংঘ গঠিত হয় শ্রীনিকেতনের কর্মী, অধ্যাপকদের সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে। সেখানে শিক্ষাসত্র, শিল্পসদন, পল্লী শিক্ষাভবন, পল্লী সংগঠন বিভাগের কর্মী, অধ্যাপকবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। এই সভাতেও উপাচার্য এবং কর্মসচিব মহাশয় উপস্থিত থাকেন।

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীতে নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য কর্মী, অধ্যাপক নির্বাচিত অথবা মনোনীত করা হয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয় শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী এবং শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘের সভাপতি থাকেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন অনুষ্ঠান কর্মিমণ্ডলী বা কর্মিসংঘ করতে পারে না। দুটি সংগঠনের সর্বময় কর্তা উপাচার্য মহাশয়।

উপাচার্য তাঁর ক্ষমতা বলে কর্মিমণ্ডলী এবং কর্মিসংঘ গঠন করতে পারেন এবং ভেঙেও দিতে পারেন। দলমত নির্বিশেষে কর্মিমণ্ডলী এবং কর্মিসংঘ গঠিত হয়। যাঁরা কাজ করতে চান তাঁরাই এই দুটি কমিটিতে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন। এই দুটি সংগঠন বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক আয়না। এই দুটি সংগঠন সম্পূর্ণ ভলেন্টারী সংগঠন। এর দায়িত্ব অনেক।

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর গঠনতন্ত্র হলো।

ক) সভাপতি উপাচার্য
খ) উৎসব শাখার সম্পাদক বা যুগ্ম সম্পাদক এবং তিন/চার জন সদস্য।
গ) সংস্কৃতি শাখার সম্পাদক বা যুগ্ম সম্পাদক। তিন থেকে চারজন সদস্য।
ঘ) বিনোদন শাখার সম্পাদক বা যুগ্ম সম্পাদক এবং তিন থেকে চারজন সদস্য।
ঙ) সেবা শাখার সম্পাদক বা যুগ্ম সম্পাদক এবং তিন থেকে চারজন সদস্য।

ঠিক একইরকম শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘের বিভিন্ন পদগুলি রয়েছে। দুটি সংস্থা গঠিত হয়ে গেলে কর্মসচিব মহাশয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দেন।

বিশ্বভারতী
विश्वभारती
Visva-Bharati

आचार्य: श्री नरेंद्र मोदी
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

संस्थापक: रवीन्द्रनाथ ठाकुर
Founder: Rabindranath Tagore

उपाचार्य: प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

NOTIFICATION

In terms of the decision taken by the Karmi-Mandali Chaired by Prof. Madhabi Ruj, Principal, Sangit-Bhavana in its meeting held on 27th July 2022, the undersigned is directed to convey for information of all concerned that

1. Shri Kishore Bhattacharya and Shri Debashis Roy shall act as Joint Secretaries of Karmi-Mandali of the University for the year 2022-2023.

2. The following staff members shall act as Joint Secretaries of different Committees of Karmi-Mandali for the year 2022-2023 as mentioned against each Committee.

UTSAVA-SAKHA
1. Kishore Bhattacharya
2. Debashis Roy

BINODAN-SAKHA
1. Soumya Banerjee
2. Tapan Kumar Mukherjee

SANSKRITIK-SAKHA
1. Prohlad Roy
2. Biswajit Majumdar
3. Sudipta Das

SEVA-SAKHA
1. Jatin Kumar Saha
2. Debolina Dalal
3. Bhramar Bhandari

This issues with the approval of the competent authority.

Registrar (Acting)
Visva-Bharati

No. REG/Notify/107
Date: 05/08/2022

To :
1. All Joint Secretaries of Karmi-Mandali and Joint Secretaries of different Committees of Karmi-Mandali.

Copy to :
1. All Directors / Principals of Bhavanas / Vibhagas
2. All Heads of Academic and Administrative Departments / Offices
3. Deputy Registrar & C.S. to Vice-Chancellor
4. P.A. to the Registrar
5. University Webmaster : **To upload it in the University Website.**

শান্তিনিকেতন, পশ্চিম বঙ্গাল, ভারত–731235
SANTINIKETAN, WEST BENGAL, INDIA-731235
Website: www.visva-bharati.ac.in

VISVA-BHARATI
SANTINIKETAN

NOTIFICATION

This is to notify for information of all concerned that in terms of the decision taken by the Karmi Mandali at its meeting held on 15.07.2019, the different Committees of Karmi Mandali of the University are hereby constituted consisting of the following members for functioning with immediate effect :

UTSAV SAKHA

1. Manabendra Mukhopadhyay
2. Kishore Bhattacharya
3. Sudipta Das
4. Larisha Lyndem
5. Subrata Mondal
6. Swapan Hazra
7. Saradindu Sarkar
8. Bhramar Bhandari
9. Debasis Roy
10. Tapan Kr. Mukherjee

SANSKRITIK SAKHA

1. Biplob Loha Chowdhury
2. Sanat Bhattacharya
3. Milankanti Biswas
4. Umesh Kr. Singh
5. Partha Chakrabarty
6. Suranjan Ghosh
7. Sukumar Das
8. Saugata Samanta
9. Malay Laha
10. Surajit Roy

BINODAN SAKHA

1. Santanu Roy
2. Prosenjit Saha
3. Soumya Banerjee
4. Prohlad Roy
5. Shilpi Ghosh
6. Sushanta Rai
7. Biswajit Majumder
8. Jishnu Mondal
9. Asheesh Srivastava
10. Dilip Das
11. Namrata Bhattacharya
12. Adani Loko
13. Asim Pal

SEVA SAKHA

1. Sudip Basu
2. Habibur Raheman Chowdhury
3. Bikash Gupta
4. Sanjib Mondal
5. Shyamaprasad Chatterjee
6. Ansuman Banerjee
7. Arka Das
8. Prashanta Roy
9. Jatin Saha
10. Amiya Roy
11. Debolina Dala

This issues with the approval of the competent authority.

No. REG/Notify/156/ 968
Date : 15.07.2019

Registrar (Acting)
Visva-Bharati

To :

1. All members of the Committees of Karmi Mandali

Copy to :

1. All Directors/Principals of Bhavanas/Vibhagas
2. All Heads of academic and administrative Deptts./Offices
3. Deputy Registrar & C.S. to the Vice-Chancellor
4. P.A. to the Registrar
5. University Webmaster : **To upload it in the University Website.**

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী গঠন হওয়ার পর তাদের কাজ আরম্ভ হয় রবীন্দ্র তীরোধান দিবস ২২শে শ্রাবণ বা ৮ আগষ্ট থেকে। ৮ আগষ্ট থেকে ১৬ আগষ্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠান থাকে।

কর্মিমণ্ডলী নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর উপাচার্য, কর্মসচিব এবং বিভিন্ন ভবনের অধ্যক্ষ ও আধিকারীকদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে ২২শে শ্রাবণের প্রধান অতিথি, রবীন্দ্রসপ্তাহের বিষয় এবং বিভিন্ন বক্তা স্থির করা হয়। এই সভাতে কর্মিসংঘের সম্পাদকগণ উপস্থিত থেকে হলকর্ষণের প্রধান অতিথি ঠিক করেন।

২২ শ্রাবণ ভোর ৫টায় গৌরপ্রাঙ্গণ থেকে বৈতালিকের আয়োজন করা হয়। এই বৈতালিকে উপাচার্য মহাশয় উপস্থিত থাকেন। বৈতালিকে সঙ্গীতভবন সঙ্গীত পরিবেশন করে। বৈতালিকে গান থাকে "এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার"। এরপর সকাল ৭টায় মন্দির শুরু হয়। মন্দিরের আচার্য থাকেন উপাচার্য মহাশয়। মন্দিরের ২০২২ এবং ২০২৩ সালের অনুষ্ঠান সূচী প্রকাশ করা হলো।

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

আগামী ২২-৩০ শ্রাবণ, ১৪২৯ (৮-১৬ আগস্ট, ২০২২) শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, রবীন্দ্রসপ্তাহ, স্বাধীনতা দিবস ও বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানসূচি

অনুষ্ঠানসূচি

২২ শ্রাবণ, ১৪২৯ (৮ আগষ্ট, ২০২২) সোমবার :

বৈতালিক	ভোর ৫:০০	গৌর প্রাঙ্গণ
মন্দির	সকাল ৭:০০	উপাসনা গৃহ
পুষ্প প্রদান	সকাল ৮:১৫	উদয়ন বাড়ি
বৃক্ষরোপণ	বিকাল ৪:০০	সন্তোষালয়
স্মরণ	সন্ধ্যা ৭:০০	লিপিকা

২৩ শ্রাবণ, ১৪২৯ (৯ আগষ্ট, ২০২২) মঙ্গলবার :

বৈতালিক	ভোর ৫:০০	পাকুরতলা
সানাই	ভোর ৫:৩০	শ্রীনিকেতন ফ্রেস্কো
হলকর্ষণ	সকাল ৮:০০	মেলা প্রাঙ্গণ (শ্রীনিকেতন)
প্রদর্শনী ফুটবল খেলা	বিকাল ৪:০০	শ্রীনিকেতন খেলার মাঠ
রবীন্দ্রসপ্তাহ	সন্ধ্যা ৭:০০	পি.এস.বি. কমিউনিটি হল, শ্রীনিকেতন

বিষয় :
বক্তা : প্রো. শান্তিশ্রী ডি. পণ্ডিত, উপাচার্য্য, জে.এন.ইউ.
সভামুখ্য : অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী, উপাচার্য্য, বিশ্বভারতী

২৪ শ্রাবণ, ১৪২৯ (১০ আগষ্ট, ২০২২) বুধবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : আশ্রম পিতা রবীন্দ্রনাথ
বক্তা : শাশ্বতী গুহঠাকুরতা
সঙ্গীত : শ্রেয়া গুহঠাকুরতা
সভামুখ্য : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত : পাঠভবন ও শিক্ষাসত্র

২৫ শ্রাবণ, ১৪২৯ (১১ আগষ্ট, ২০২২) বৃহস্পতিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : রবীন্দ্রনাথের ছবি ও গান
বক্তা : শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়
সভামুখ্য : ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত : নমিতা রায়চৌধুরী
উদ্বোধনী সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৬ শ্রাবণ, ১৪২৯ (১২ আগষ্ট, ২০২২) শুক্রবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার ভাবনা
বক্তা : অধ্যাপক উদয়ন ভট্টাচার্য
সভামুখ্য : ড. নিমাইচাঁদ সাহা
উদ্বোধনী সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৭ শ্রাবণ, ১৪২৯ (১৩ আগষ্ট, ২০২২) শনিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথ
বক্তা : সুমনা পাল ভিক্ষু ও বুদ্ধপ্রিয় ভাগে
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন / শিক্ষাসত্র
সভামুখ্য : অধ্যাপক অমল পাল

২৮ শ্রাবণ, ১৪২৯ (১৪ আগষ্ট, ২০২২) রবিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ভাবনা
বক্তা : অধ্যাপক অমল পাল
সভামুখ্য : অধ্যাপক মঞ্জুমোহন মুখার্জী
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন / পাঠভবন

২৯ শ্রাবণ, ১৪২৯ (১৫ আগষ্ট, ২০২২) সোমবার :

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গার্ড অব অনার	সকাল ৭:৪৫	বিনয়ভবন
পতাকা উত্তোলন	সকাল ৮:০০	বিনয়ভবন
পতাকা অবতরণ	বিকাল ৪:০০	বিনয়ভবন
প্রদর্শনী ফুটবল খেলা	বিকাল ৪:১৫	আশ্রম মাঠ
আলোক সজ্জা	সন্ধ্যা ৬:০০	গৌরপ্রাঙ্গন
স্বদেশী গান	সন্ধ্যা ৭:০০	নাট্যঘর / গৌরপ্রাঙ্গণ

৩০ শ্রাবণ, ১৪২৯ (১৬ আগষ্ট, ২০২২) মঙ্গলবার :

বর্ষামঙ্গল	সন্ধ্যা ৭:০০	নাট্যঘর / গৌরপ্রাঙ্গণ

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

আগামী ২২-৩০ শ্রাবণ, ১৪৩০ (৮-১৬ আগস্ট, ২০২৩) শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, রবীন্দ্রসপ্তাহ, স্বাধীনতা দিবস ও বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং আশ্রমিকসহ সকলকে এই অনুষ্ঠানে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

অনুষ্ঠানসূচি

২২ শ্রাবণ, ১৪৩০ (৮ আগষ্ট, ২০২৩) মঙ্গলবার :

বৈতালিক	ভোর ৫:০০	গৌর প্রাঙ্গণ
মন্দির	সকাল ৭:০০	উপাসনা গৃহ
পুষ্প প্রদান	সকাল ৮:১৫	উদয়ন বাড়ি
বৃক্ষরোপণ	বিকাল ৪:০০	আম্রকুঞ্জ
স্মরণ	সন্ধ্যা ৭:০০	লিপিকা

২৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ (৯ আগষ্ট, ২০২৩) বুধবার :

বৈতালিক	ভোর ৫:০০	পাকুরতলা
সানাই	ভোর ৫:৩০	শ্রীনিকেতন ফ্রেস্কো
হলকর্ষণ	সকাল ৮:৩০	মেলা প্রাঙ্গণ (শ্রীনিকেতন)
প্রদর্শনী ফুটবল খেলা	বিকাল ৪:০০	শ্রীনিকেতন খেলার মাঠ
রবীন্দ্রসপ্তাহ	সন্ধ্যা ৭:০০	পি.এস.বি. কমিউনিটি হল, শ্রীনিকেতন

বিষয় : "রবীন্দ্রনাথের গ্রাম ও সমবায় উন্নয়ন ভাবনা"
বক্তা : অরুণাভ গাঙ্গুলী
সভামুখ্য : অধ্যাপক অমিত হাজরা
সঙ্গীত : সঙ্গীত বিভাগ, পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র

২৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১০ আগষ্ট, ২০২৩) বৃহস্পতিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : গৌড়ীয় নৃত্যে রবীন্দ্রভাবনা
বক্তা : অধ্যাপিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায়
সভামুখ্য : অধ্যাপক মোহন কুমার পি
সঙ্গীত ও পাঠ : পাঠভবন ও শিক্ষাসত্র

২৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১১ আগষ্ট, ২০২৩) শুক্রবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : রবীন্দ্রনাথ ও জাপান
বক্তা : শ্রী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভামুখ্য : অধ্যাপিকা বিপাশা রাহা
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১২ আগষ্ট, ২০২৩) শনিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ
বক্তা : নজরুল ইসলাম
সভামুখ্য : অধ্যাপক অমল পাল
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৭ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১৩ আগষ্ট, ২০২৩) রবিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : রবীন্দ্রচেতনায় বুদ্ধদেব
বক্তা : সাধনা বড়ুয়া, সুজিত কুমার বড়ুয়া
সভামুখ্য : অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১৪ আগষ্ট, ২০২৩) সোমবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : গানে গানে রবীন্দ্রনাথ
সঙ্গীত : শ্রবণা ভট্টাচার্য ও রীণা দোলন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভামুখ্য : অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৯ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১৫ আগষ্ট, ২০২৩) মঙ্গলবার :

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

অনুষ্ঠান শুরু	সকাল ৭:২৫	বিনয়ভবন
পতাকা অবতরণ	বিকাল ৪:০০	বিনয়ভবন
আলোক সজ্জা	সন্ধ্যা ৬:০০	গৌরপ্রাঙ্গন
স্বদেশী গান	সন্ধ্যা ৭:০০	গৌরপ্রাঙ্গণ

৩০ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১৬ আগষ্ট, ২০২৩) বুধবার :

বর্ষামঙ্গল	সন্ধ্যা ৭:০০	গৌরপ্রাঙ্গণ

মন্দির

২২ শ্রাবণ ১৪২৭ সময় : সকাল ৭টা

- সঙ্গীত : আমার যাবার বেলাতে
- মন্ত্রপাঠ :
- সঙ্গীত : যখন পড়বে না মনে
- উপাচার্যের বক্তব্য
- আচার্যের ভাষণ
- সঙ্গীত : সম্মুখে শান্তি পারাবার
- আচার্যের ভাষণ
- সঙ্গীত : আমার আর হবে না দেরি
- আচার্যের ভাষণ
- সঙ্গীত : পথের শেষ কোথায়
- মন্ত্রপাঠ :
- সঙ্গীত : ক্ষত যত ক্ষতি যত

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী । বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

২২ শ্রাবণ ১৪২৯

তারিখ : ০৮/০৮/২০২২

সময় : সকাল ৭:০০
স্থান : উপাসনা গৃহ

সঙ্গীত : শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে
মন্ত্রপাঠ
সঙ্গীত : আমি হেতায় থাকি শুধু
আচার্যের ভাষণ
সঙ্গীত : তোমার কাছে এ বর মাগি
সঙ্গীত : কোন খেলা যে খেলব
আচার্যের ভাষণ
সঙ্গীত : তুমি এবার আমায় লহো
আচার্যের ভাষণ
সঙ্গীত : হাওয়া লাগে গানের পালে
মন্ত্রপাঠ
সঙ্গীত : সম্মুখে শান্তি পারাবার

***

কর্ম্মিমণ্ডলী
শান্তিনিকেতন

মন্দিরের পর শোভাযাত্রার মাধ্যমে সকলে উত্তরায়ণে প্রবেশ করে। "এই আগুনের পরশমণি" গানটি গাইতে গাইতে সকলে উদয়ন বাড়ির সামনে সমবেত হয়।

এরপর শান্তিনিকেতনে কোন একটি জায়গায় বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান হয়। বৃক্ষরোপনের সময় থাকে বিকেল চারটে। বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে একজন প্রধান অতিথি থাকেন। এইদিনের অনুষ্ঠানে একটি চারাগাছ রোপণ করা হয়। গাছটিকে সুন্দর সুসজ্জিত পালকিতে করে নিয়ে আসা হয়। পালকি সাজানোর এবং যেখানে গাছটিকে রোপন করা হবে সেখানে আল্পনার দায়িত্ব থাকে কলাভবনের। অনুষ্ঠানে পঞ্চভূত কখনো পাঠভবন, কখনো শিক্ষাসত্র হয়ে থাকে। অনুষ্ঠান শুরু হয় সুন্দর শোভাযাত্রার মাধ্যমে।

শোভাযাত্রায় সঙ্গীত হয় 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও', থাকে মন্ত্রপাঠ। ২০২২ সালের বৃক্ষরোপণের অনুষ্ঠানসূচি দেওয়া হল।

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

1921 - 2021

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

মাননীয়
অধ্যক্ষা
পাঠভবন, বিশ্বভারতী

মহাশয়া,

আগামী ২২-৩০ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ৮-১৬ অগস্ট ২০২২) প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও উপাসনা, বৃক্ষরোপণ, স্মরণ, রবীন্দ্র-সপ্তাহ, ১৫ অগস্ট উদ্‌যাপন, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি আয়োজন করা হচ্ছে। উক্ত প্রেক্ষিতে ৮ অগস্ট বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা, পঞ্চভূতের আয়োজন ও পাঠ, ১০ অগস্ট সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সংগীত, ১৫ অগস্ট স্বদেশী সংগীতানুষ্ঠান এবং ১৬ অগস্ট বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের যোগদান প্রভৃতি বিষয়ে অনুষ্ঠানগুলির সার্থক রূপায়নে আপনার যথাযথ সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

নমস্কারান্তে,

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
১ অগস্ট ২০২২

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

মাননীয়
অধ্যক্ষা
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

মহাশয়া,

আগামী ২২-৩০ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ৮-১৬ অগস্ট ২০২২) প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও উপাসনা, বৃক্ষরোপণ, স্মরণ, রবীন্দ্র-সপ্তাহ, ১৫ অগস্ট উদ্‌যাপন, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি আয়োজন করা হচ্ছে। উক্ত প্রেক্ষিতে ৮ অগস্ট বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা, ১০ অগস্ট সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সংগীত ও বেদ গান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সার্বিকভাবে সহযোগিতার দ্বারা অনুষ্ঠানগুলি সার্থক করে তুলতে অনুরোধ জানাই।

নমস্কারান্তে,

শান্তিনিকেতন
১ অগস্ট ২০২২

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

বৃক্ষরোপণ উৎসব : ১৪২৯

২২ শ্রাবণ ১৪২৯
(৮ অগস্ট ২০২২ : শুক্রবার)

স্থান : সন্তোষালয় প্রাঙ্গণ
সময় : বিকাল ৪:০০

অনুষ্ঠানসূচি

শোভাযাত্রা : মরুবিজয়ের কেতন উড়াও
সভাপতি ও প্রধান অতিথি বরণ
গান : আহ্বান আসিল মহোৎসবে
পঞ্চভূতের আবাহন
মন্ত্রপাঠ
বৃক্ষরোপণ
প্রধান অতিথির ভাষণ
সভামুখ্যের অভিভাষণ
গান : আয় আমাদের অঙ্গনে
মাঙ্গলিক
গান : কোন পুরাতন প্রাণের টানে

***

কর্মিমণ্ডলী
শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

স্মরণ ১৪২৯

০৮-০৮-২০২২
সন্ধ্যা ৭:০০

স্থান : লিপিকা

কবে আমি বাহির হলেম
না গো এই যে ধূলা
অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
দিনেরবেলায় বাঁশি তোমার
কবিতা : আমার মিলন লাগি
আমার ভাঙা পায়ের রাঙা ধূলায়
এই করেছ ভালো, নিঠুর হে
আমি মারের সাগর
আমার ব্যথা যখন আনে
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
দিন অবসান হল
এই যে কালো মাটির বাসা
কবিতা : কথা ছিল এক তরীতে
যা হারিয়ে যায়
আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
ওগো আমার শ্রাবণমেঘের
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
শেষ গানেরই রেশ
আমার যেদিন ভেসে গেছে
কবিতা : তোমার অসীমে প্রাণমন
পথে চলে যেতে যেতে
মধুর তোমার শেষ যে না
নয় এ মধুর খেলা

***

এই দিন সন্ধ্যায় লিপিকা/নাট্যঘরে সঙ্গীত ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা "স্মরণ" অনুষ্ঠান হয়। সময় থাকে সন্ধ্যা সাতটা। প্রতিদিন অনুষ্ঠান এক ঘন্টার।

পরের দিন ৯ আগষ্ট, শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব। অনুষ্ঠান শুরু হয় ভোর পাঁচটায় পাকুড়তলা থেকে বৈতালিকের মাধ্যমে। এইদিনের অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘের। বৈতালিকের গান থাকে "বিশ্বসাথে যোগে যেথায়"

বৈতালিকের পর ভোর ৫.৩০-এ সানাই বেজে ওঠে শ্রীনিকেতন ফ্রেস্কো থেকে। এরপর শ্রীনিকেতন মেলা প্রাঙ্গনে সকাল ৮.৩০ মিনিটে হলকর্ষণ উৎসব শুরু হয় "ফিরে চল মাটির টানে" সঙ্গীতের মাধ্যমে। হলকর্ষণ উৎসবে একজন প্রধান অতিথি থাকেন। সাধারণত উপাচার্য এই প্রধান অতিথি কে হবেন সেটা ঠিক করেন।

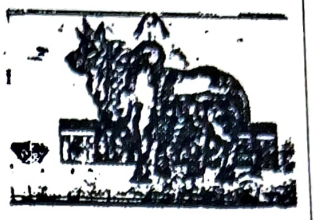

পঞ্চসপ্ততিতম হলকর্ষণ-উৎসব ১৪০৯

২৩ শ্রাবণ ১৪০৯, শুক্রবার, ৯ আগস্ট ২০০২। সকাল ৮-৩০মিঃ

শ্রীনিকেতন মেলা প্রাঙ্গনে।

প্রধান অতিথি : মিঃ মধুকর, চেয়ার ম্যান ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইউ, বি, আই।

সভাপতি : অধ্যাপক সুজিত কুমার বসু, উপাচার্য, বিশ্বভারতী।

• অনুষ্ঠান সূচী •

অতিথি বরণ ও শঙ্খধ্বনি

নৃত্যসহ শোভাযাত্রা ও সঙ্গীত : ফিরে চল মাটির টানে . . . .

বৈদিক মন্ত্র পাঠ :

সঙ্গীত : কোন পুরাতন প্রাণের . . . .

গুরুদেবের লেখা থেকে পাঠ :

ফল ও ফুলের চারা বিতরণ :

নৃত্যসহ সঙ্গীত : এসো নীপবনে . . . .

প্রধান অতিথি মহাশয়ের ভাষণ :

সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ :

বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও হলচালনা :
(হলচালক : শ্রীযুক্ত গোলক নাথ সাহা. আদিত্যপুর)

সঙ্গীত : আমরা চাষ করি আনন্দে . . . .

শান্তিবচন ও শঙ্খধ্বনি :

* * * * * *

গো-প্রদর্শনী : ওদের সাথে মেলাও . . . . .

* * * * * * *

ফুটবল খেলা : বিকাল ৪টা : শ্রীনিকেতন খেলার মাঠ।

* * * * * * *

রবীন্দ্র সন্ধ্যা : সন্ধ্যা ৭টা : শ্রীনিকেতন কমিউনিটি হল।
"রবীন্দ্র সংগীত ও লোকসংগীত"
শিল্পী - শ্রীযুক্ত অমর পাল মহাশয়।

শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘ
বিশ্বভারতী

বিকেল ৪টের সময় শ্রীনিকেতন খেলার মাঠে একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়।

সন্ধ্যা ৭টায় পি.এস.বি. কমিউনিটি হলে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রসপ্তাহের সূচনা হয়। রবীন্দ্রসপ্তাহে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট বিষয় থাকে, এবং সেই বিষয়ে একজন বক্তাকে বিশ্বভারতী আমন্ত্রণ জানায়। বক্তার আসা যাওয়ার খরচ, থাকার ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে করা হয়। সাধারণত রতনকুঠিতে বক্তারা থাকেন।

কর্মিসংঘ, বিশ্বভারতী
শ্রীনিকেতন

রবীন্দ্র-সপ্তাহ : ২৩-শে শ্রাবণ ১৪২৬, সন্ধ্যা ৭:০০,
পি. এস. বি. কমিউনিটি হল

বিষয় : রবীন্দ্রনাথ ও অর্থনীতি

বক্তা : অধ্যাপক অমল মুখোপাধ্যায়

সভামুখ্য : অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

অতিথি বরণ

সঙ্গীত : তাই তোমার আনন্দ আমার পর

গুরুদেবের রচনা থেকে পাঠ

বক্তার ভাষণ

সভামুখ্যের বক্তব্য

সঙ্গীত : তোমার সুরের ধারা

আশ্রম সঙ্গীত

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

আগামী ২২-৩০ শ্রাবণ, ১৪৩০ (৮-১৬ আগস্ট, ২০২৩) শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, রবীন্দ্রসপ্তাহ, স্বাধীনতা দিবস ও বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং আশ্রমিকসহ সকলকে এই অনুষ্ঠানে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

অনুষ্ঠানসূচি

২২ শ্রাবণ, ১৪৩০ (৮ আগষ্ট, ২০২৩) মঙ্গলবার :

বৈতালিক	ভোর ৫:০০	গৌর প্রাঙ্গণ
মন্দির	সকাল ৭:০০	উপাসনা গৃহ
পুষ্প প্রদান	সকাল ৮:১৫	উদয়ন বাড়ি
বৃক্ষরোপণ	বিকাল ৪:০০	আম্রকুঞ্জ
স্মরণ	সন্ধ্যা ৭:০০	লিপিকা

২৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ (৯ আগষ্ট, ২০২৩) বুধবার :

বৈতালিক	ভোর ৫:০০	পাকুরতলা
সানাই	ভোর ৫:৩০	শ্রীনিকেতন ফ্রেস্কো
হলকর্ষণ	সকাল ৮:৩০	মেলা প্রাঙ্গণ (শ্রীনিকেতন)
প্রদর্শনী ফুটবল খেলা	বিকাল ৪:০০	শ্রীনিকেতন খেলার মাঠ
রবীন্দ্রসপ্তাহ	সন্ধ্যা ৭:০০	পি.এস.বি. কমিউনিটি হল, শ্রীনিকেতন

বিষয় : "রবীন্দ্রনাথের গ্রাম ও সমবায় উন্নয়ন ভাবনা"
বক্তা : অরুণাভ গাঙ্গুলী
সভামুখ্য : অধ্যাপক অমিত হাজরা
সঙ্গীত : সঙ্গীত বিভাগ, পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র

২৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১০ আগষ্ট, ২০২৩) বৃহস্পতিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : গৌড়ীয় নৃত্যে রবীন্দ্রভাবনা
বক্তা : অধ্যাপিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায়
সভামুখ্য : অধ্যাপক মোহন কুমার পি
সঙ্গীত ও পাঠ : পাঠভবন ও শিক্ষাসত্র

২৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১১ আগষ্ট, ২০২৩) শুক্রবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : রবীন্দ্রনাথ ও জাপান
বক্তা : শ্রী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভামুখ্য : অধ্যাপিকা বিপাশা রাহা
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১২ আগষ্ট, ২০২৩) শনিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ
বক্তা : নজরুল ইসলাম
সভামুখ্য : অধ্যাপক অমল পাল
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৭ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১৩ আগষ্ট, ২০২৩) রবিবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : রবীন্দ্রচেতনায় বুদ্ধদেব
বক্তা : সাধনা বড়ুয়া, সুজিত কুমার বড়ুয়া
সভামুখ্য : অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১৪ আগষ্ট, ২০২৩) সোমবার : সন্ধ্যা ৭:০০ লিপিকা

বিষয় : গানে গানে রবীন্দ্রনাথ
সঙ্গীত : শ্রবণা ভট্টাচার্য ও রীণা দোলন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভামুখ্য : অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত : সঙ্গীতভবন

২৯ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১৫ আগষ্ট, ২০২৩) মঙ্গলবার :
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

অনুষ্ঠান শুরু	সকাল ৭:২৫	বিনয়ভবন
পতাকা অবতরণ	বিকাল ৪:০০	বিনয়ভবন
আলোক সজ্জা	সন্ধ্যা ৬:০০	গৌরপ্রাঙ্গন
স্বদেশী গান	সন্ধ্যা ৭:০০	গৌরপ্রাঙ্গণ

৩০ শ্রাবণ, ১৪৩০ (১৬ আগষ্ট, ২০২৩) বুধবার :

বর্ষামঙ্গল	সন্ধ্যা ৭:০০	গৌরপ্রাঙ্গণ

রবীন্দ্রসপ্তাহে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে একজন সভামুখ্য থাকেন, আর থাকে একটি প্রারম্ভিক সঙ্গীত এবং সমাপ্তি সঙ্গীত। রবীন্দ্রসপ্তাহের বিভিন্ন দিনে সঙ্গীত বিভাগ, পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র, পাঠভবন, শিক্ষাসত্র ও সঙ্গীত ভবন গানের দায়িত্বে থাকে। অনুষ্ঠানের শেষে আশ্রম সঙ্গীত করা হয়। রবীন্দ্রসপ্তাহে এবং বিশ্বভারতীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাদা পোশাক পরিধান বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রসপ্তাহ শুরু হয় রবীন্দ্র তীরধানের পরের দিন থেকে অর্থাৎ ২৩শে শ্রাবণের থেকে। রবীন্দ্রসপ্তাহে মূলত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের নানা দিক বক্তারা তাদের আলোচনায় তুলে ধরেন। আলোচনার সময় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট। প্রতিদিনের অনুষ্ঠান এক ঘন্টার মধ্যে হয়ে থাকে। রবীন্দ্রসপ্তাহের দ্বিতীয় দিন পাঠভবন এবং শিক্ষাসত্রের থাকে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয় লিপিকা অথবা নাট্যঘরে। দ্বিতীয়দিনে কোন সাহিত্যিক, বা সঙ্গীত শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যিনি পাঠভবন-শিক্ষাসত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে বক্তব্য রাখবেন।

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

স্বদেশী গান

১৫-০৮-২০২২

স্থান : নাট্যঘর

সন্ধ্যা ৭:০০

এখন আর দেরী নয়
ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী
বাংলার মাটি বাংলার জল
যদি তোর ডাক শুনে কেও না আসে
চল রে চল সবে ভারতসন্তান
ব্যর্থ প্রেমের আবর্জনা
হে মোর চিত্ত
দুর্গমগিরি কান্তার মরু
হম ভারত কে
তব চরণ নিম্নে
কারার ঐ লৌহ কপাট
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
भारत जय जन (Bharat Jaya Jana)
चाँद सी यह ज़मी फूल सा यह वतन
(Chānd si yaha jamin, phul sā yaha vatan)

***

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

স্বদেশী সংগীত

১৫-০৮-২০২৩

সন্ধ্যা ৭:০০

স্থান : গৌরপ্রাঙ্গন

পাঠভবন

অয়ি ভুবনমনমোহিনী

কারার ঐ লৌহকপাট

শিক্ষাসত্র

এবার তোর মরা গাঙে বান

হও ধরমেতে ধীর

পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র (সংগীত বিভাগ)

ধনধান্য পুষ্পভরা

উঠ গো ভারতলক্ষ্মী

সংগীতভবন

তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে

বাণ এসেছে মরা গাঙে

বঙ্গ আমার জননী আমার

জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত

Bharat Jaya Jana

Chand si yaha zameen

***

ছয়দিন রবীন্দ্রসপ্তাহ হওয়ার পর সপ্তমদিনে অর্থাৎ ১৫ আগস্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনয়ভবন মাঠে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৭.২৫ মিনিট থেকে। স্বাধীনতা দিবসের সকালের পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় বিশ্বভারতীর ছাত্র-কল্যাণ আধিকারীক বা ডিনের দ্বারা। ওই দিন সন্ধ্যায় গৌর প্রাঙ্গণে আলোকসজ্জা হয়। পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা কয়েকটি স্বদেশী গান করে থাকে। সন্ধ্যা ৭টায় নাট্যঘরে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা স্বদেশীগান পরিবেশিত হয়। পাঠভবন, শিক্ষাসত্র ছাড়া বাকি গানের দায়িত্বে সঙ্গীতভবন থাকে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীনিকেতনের সঙ্গীত বিভাগও অংশগ্রহণ করে।

১৬ আগষ্ট নাট্যঘরে সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা 'বর্ষামঙ্গল' পরিবেশিত হয়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে গৌরপ্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গল হয়। এই অনুষ্ঠানে আজকাল প্রচুর ভীড় হয়ে থাকে।

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

বর্ষামঙ্গল

১৬-০৮-২০২২
সন্ধ্যা ৭:০০

স্থান : নাট্যঘর

এসো এসো ওগো শ্যাম ছায়া
আঁধার অম্বরে প্রচন্ড ডম্বরু
আজি ঝরোঝরো মুখর বাদর দিনে
এসো শ্যামল সুন্দর
নীল অঞ্জনঘন
শ্রাবণের গগনের গায়
ঐ আসে ঐ অতি
তিমির অবগুণ্ঠন
হৃদয় আমার নাচে রে
এসো নীপবনে
মোর ভাবনারে
ওই মালতীলতা
মধুগন্ধে ভরা
যায় দিন শ্রাবণের দিন যায়
থামাও রিমিকি ঝিমিকি

***

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী • বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

বর্ষামঙ্গল

১৯-০৮-২০২৩
সন্ধ্যা ৭:০০

স্থান : গৌরপ্রাঙ্গন

গহন ঘন ছাইল
মন মোর মেঘের সঙ্গী

ঐ যে ঝড়ের মেঘে
তিমির অবগুণ্ঠনে

ধরনীর গগনের মিলনের ছন্দে
আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া

মধু গন্ধে ভরা
আঞ্চলিক কবিতা

বহু যুগের ওপার হতে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
আজ বারি ঝরে ঝরঝর

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে
আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাত্রি
বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর

***

বিশ্বভারতীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সকলকে জানানো হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় পাকুড়তলা থেকে বৈতালিক হয়। গান থাকে 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার' এবং সকাল ৮.৩০ মিনিটে শ্রীনিকেতন পাকুড়তলায় প্রতিবছর শিল্পোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি শ্রীনিকেতন কর্মিসংঘ এবং শিল্পসদনের যৌথ উদ্যোগে পালিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে একজন প্রধান অতিথি থাকেন। সভাপতি হিসেবে উপাচার্য উপস্থিত থাকেন। শিল্পোৎসবের ২০২০ সালের অনুষ্ঠানসূচি ছাপানো হল।

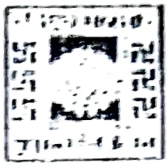

কর্মিসংঘ

বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন

শিল্পোৎসব- ১৪২৭

৩১ ভাদ্র (বৃহস্পতিবার) ১৪২৭ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০)
সকাল ৮:৩০ শ্রীনিকেতন পাকুড়তলা

প্রধান অতিথি : অধ্যাপক দীক্ষিত সিনহা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, পল্লীসংগঠন বিভাগ, বিশ্বভারতী
সভাপতি : অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, মাননীয় উপাচার্য, বিশ্বভারতী

অনুষ্ঠান-সূচী

অতিথি বরণ
শোভাযাত্রা - সঙ্গীত: যিনি সকল কাজের কাজী
বৈদিক মন্ত্রপাঠ
সঙ্গীত: সব কাজে হাত লাগাই মোরা
বৈদিক মন্ত্রপাঠ
সঙ্গীত: কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে
গুরুদেবের রচনা থেকে পাঠ
শিল্পী সংবর্ধনা
প্রধান অতিথির ভাষণ
সভাপতির ভাষণ
শান্তিবচন
শঙ্খধ্বনি

প্রদর্শনী উদ্বোধন সকাল ৯:৩০ : সঙ্গীত : অগ্নিশিখা এসো এসো (শিক্ষাসত্র)

কর্মিসংঘ

বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন

শিল্পোৎসব- ১৪৩০

৩১ ভাদ্র (সোমবার) ১৪৩০ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩)
সকাল ৮:৩০ শ্রীনিকেতন পাকুড়তলা

প্রধান অতিথি : সুবীর রায়, রাজ্য কো-অর্ডিনেটর, ইডিআইআই, আমেদাবাদ
সভাপতি : অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, মাননীয় উপাচার্য, বিশ্বভারতী

অনুষ্ঠান-সূচী

বেদ মন্ত্রপাঠ
অতিথি বরণ
নৃত্যসহ শোভাযাত্রা: যিনি সকল কাজের কাজী
বৈদিক মন্ত্রপাঠ
সঙ্গীত: সব কাজে হাত লাগাই মোরা
বৈদিক মন্ত্রপাঠ
সঙ্গীত: কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে
গুরুদেবের রচনা থেকে পাঠ
শিল্পী সংবর্ধনা
নৃত্যসহ সঙ্গীত: শরতে আজ কোন অতিথি
প্রধান অতিথির ভাষণ
সভাপতির ভাষণ
শান্তিবচন

শঙ্খধ্বনি

প্রদর্শনী উদ্বোধন সকাল ৯:৩০ : সঙ্গীত : অগ্নিশিখা এসো এসো

ফুটবল: বিকেল ৪:০০ ঘটিকা : শ্রীনিকেতন মাঠ

শারদোৎসবের অর্থাৎ পুজোর ছুটির আগে শান্তিনিকেতন নাট্যঘরে / গৌরপ্রাঙ্গণে নাট্য উৎসব শুরু হয়। বিশ্বভারতীর ছাত্র-পরিচালক বা Proctor নাট্য উৎসবের দায়িত্বে থাকেন। শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী সাহায্য করে থাকে। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এই নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করে। যে কোন নাটক ছাত্র-ছাত্রী মঞ্চস্থ করতে চাইলেই তার অনুমতি দেওয়া হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের নাটকের স্ক্রিপ্ট শিক্ষকদের একটি কমিটি পরীক্ষা করে দেখে অনুমতি দেন। নাট্য উৎসব শেষ হয় মহালয়ার পূর্বদিন। মহালয়ার দিন গৌরপ্রাঙ্গণে শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর সেবা শাখা "আনন্দবাজার" পরিচালনা করে থাকে। এই আনন্দবাজারে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ দোকান দিয়ে থাকে। দোকানের লভ্যাংশ শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর সেবা শাখায় জমা নেওয়া হয়।

এই আনন্দবাজারে দোকান দিতে হলে কম পক্ষে নয়জন ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে এবং প্রতিটি দোকানে অধিনায়ক থাকবেন একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা। দোকানে কোন গান/বাজনা পরিবেশিত হবে না। বাইরের কোন জিনিস বিক্রি করা নিষেধ। দোকান শুরু বিকাল ৩টের সময় এবং শেষ রাত্রি ৮টায়। কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ঢাক ও বাঁশির ব্যবস্থা করা হয়। এই দিন গৌরপ্রাঙ্গণে খুশির জোয়ার বয়ে যায়।

২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে বিশেষ উপাসনা হয়ে থাকে। একজন আচার্য থাকেন, যিনি গান্ধী সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন মন্দিরে।

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

বিশেষ উপাসনা

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে

তারিখ : ০২/১০/২০২৩ **স্থান : উপাসনা গৃহ**

সময় : সন্ধ্যা ৬.৩০ মি. **সোমবার**

সংগীত : মোরা সত্যের পরে মন

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : বৈষ্ণব জন্‌ত

আচার্যের ভাষণ

সংগীত : রঘুপতি রাঘব

আচার্যের ভাষণ

সংগীত : আমার প্রাণের মানুষ

আচার্যের ভাষণ

হরি কী দিয়ে পূজিব

মন্ত্রপাঠ : অসত মা সদ্‌গময়

সংগীত : জীবন যখন শুকায়ে যায়

—০—

কর্মিমন্ডলী, শান্তিনিকেতন

২৭ নভেম্বর শিল্পসদনে রথীন্দ্রমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা শিল্পসদনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

কলাভবনে ১ এবং ২ ডিসেম্বর নন্দন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই নন্দন মেলা কলাভবন দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রতি বছর ২রা পৌষ দীনেন্দ্র-স্মরণে মন্দির হয় সন্ধ্যা ৭টায়। মন্দিরে একজন আচার্য থাকেন, যিনি দীনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাষণ দেন। থাকে মন্ত্রপাঠ এবং গান। সঙ্গীতভবন সঙ্গীতের দায়িত্বে থাকে।

এখানে একটি অনুষ্ঠানসূচি দেওয়া হল।

দিনেন্দ্র-স্মরণ মন্দির

২রা পৌষ ১৪২৬ (১৯ ডিসেম্বর ২০১৯)

উপাসনা গৃহ

সন্ধ্যা ৭:০০

।।সূচি।।

সংগীত : ঘুচাও ঘুচাও তব ঘন আবরণ

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : তাঁহারে আরতি করে

আচার্যের ভাষণ (প্রথম পর্ব)

সংগীত : পলাশ-রাঙা বাসনাগুলি

আচার্যের ভাষণ (দ্বিতীয় পর্ব)

সংগীত : তোমার সূতায় গেঁথে লব আজি

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : তব উৎসব-প্রাঙ্গণে আজি

***

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী • বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণ-উপাসনা

১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩ — **উপাসনা গৃহ**
মঙ্গলবার — **সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.**

॥ সূচি ॥

সংগীত : তব উৎসব প্রাঙ্গণে আজি

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : পথপাশে মোর রচিনু দেউল

ভাষণ

সংগীত : আজি এ নিশীথে জাগে একাকী

ভাষণ

সংগীত : সুরের গুরু দাও

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : বলা যদি নাহি হয় শেষ

***

কর্মিমণ্ডলী, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর বড় উৎসব পৌষ উৎসব, বাঙালির গর্বের, মহা মিলন উৎসব এই পৌষ উৎসব। এই পৌষ উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর পূর্বপল্লীর মাঠে পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লোকের জনসমাগম। মানুষের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস, মানসিক আনন্দের মহামিলন। শত বর্ষের পৌষ মেলা, মানুষের হৃদয়ে গেঁথে আছে। প্রতি বছর ৬ পৌষ রাত ৯টায় গৌর প্রাঙ্গণে বৈতালিকের মধ্য দিয়ে পৌষ উৎসবের সূচনা হয়।

৭ পৌষ ছাতিমতলায় উপাসনা হওয়ার আগে ছাতিমতলার বেদী সুন্দর করে আলপনা দেওয়া হয়। কলাভবন এই কাজে সহযোগিতা করে। উদ্যানবিভাগের পক্ষ থেকে ছাতিমতলার গাছগুলির গোড়ায় আলকাতরা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ছাতিমতলার বেদী ফুলের টব দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে।

রাতে বৈতালিকে গানের দায়িত্বে থাকে সঙ্গীত ভবন। ৬ পৌষ গান হয়—

"আজি যত তারা তব"

পৌষ উৎসব, ১৪২৮

অনুষ্ঠান সূচি

৬ পৌষ, ১৪২৮। ২২ ডিসেম্বর ২০২১, বুধবার :

বৈতালিক	রাত্রি	৯.০০	গৌরপ্রাঙ্গণ
সানাই	রাত্রি	৯.৩০	শান্তিনিকেতন গৃহ

৭ পৌষ, ১৪২৮। ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, বৃহস্পতিবার :

বৈতালিক	প্রাতঃকাল	৫.৩০	গৌরপ্রাঙ্গণ
সানাই	প্রাতঃকাল	৬.০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
উপাসনা	প্রাতঃকাল	৭.৩০	ছাতিমতলা
আলোকসজ্জা	সায়ংকাল	৬.০০	উদয়ন বাড়ি, ছাতিমতলা সহ সমগ্র আশ্রম এলাকা

৮ পৌষ, ১৪২৮। ২৪ ডিসেম্বর ২০২১, শুক্রবার :

সানাই	প্রাতঃকাল	৬.০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব ও নিদর্শনপত্র প্রদান	প্রাতঃকাল	৮.৩০	আম্রকুঞ্জ
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতা	অপরাহ্ণ	৩.০০	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
আলোকসজ্জা	সায়ংকাল	৬.০০	ছাতিমতলা

৯ পৌষ, ১৪২৮। ২৫ ডিসেম্বর ২০২১, শনিবার :

সানাই	প্রাতঃকাল	৬.০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতিবাসর	প্রাতঃকাল	৮.০০	আম্রকুঞ্জ
খ্রিস্টোৎসব	সায়ংকাল	৫.৩০	উপাসনা গৃহ
আলোকসজ্জা	সায়ংকাল	৫.৩০	উপাসনা গৃহ

যুগ্ম সম্পাদক
কর্মিসদ, বিশ্বভারতী

মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইল।

পৌষ উৎসব, ১৪৩০

কর্মিপরিষদ, বিশ্বভারতী

আগামী ৬ হইতে ৯ পৌষ, ১৪৩০ (ইং ২৩ হইতে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩) শান্তিনিকেতন কর্মিপরিষদ এর পক্ষ থেকে **পৌষ উৎসব, ১৪৩০** উপলক্ষ্যে আয়োজিত নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী-অধ্যাপক ও আশ্রমিকসহ সকলকে অনুষ্ঠানে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

কর্মিপরিষদ, বিশ্বভারতী

১৪.১২.২০২৩

অনুষ্ঠান সূচি

৬ পৌষ, ১৪৩০। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার :

বৈতালিক	রাত্রি	৯.০০	গৌরপ্রাঙ্গণ
সানাই	রাত্রি	৯.৩০	শান্তিনিকেতন গৃহ

৭ পৌষ, ১৪৩০। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩, রবিবার :

বৈতালিক	প্রাতঃকাল	৫.৩০	গৌরপ্রাঙ্গণ
সানাই	প্রাতঃকাল	৬.০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
উপাসনা	প্রাতঃকাল	৭.৩০	ছাতিমতলা
আলোকসজ্জা	সায়ংকাল	৬.০০	উদয়ন বাড়িও ছাতিমতলা

৮ পৌষ, ১৪৩০। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩, সোমবার :

সানাই	প্রাতঃকাল	৬.০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব ও নিদর্শনপত্র প্রদান	প্রাতঃকাল	৮.৩০	আম্রকুঞ্জ
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতা	অপরাহ্ণ	৩.০০	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
খ্রিস্টোৎসব	সায়ংকাল	৫.৩০	উপাসনা গৃহ
আলোকসজ্জা	সায়ংকাল	৫.৩০	উপাসনা গৃহ

৯ পৌষ, ১৪৩০। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, মঙ্গলবার :

সানাই	প্রাতঃকাল	৬.০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতিবাসর	প্রাতঃকাল	৮.০০	আম্রকুঞ্জ

বৈতালিকের পর শান্তিনিকেতন গৃহ থেকে রাত ৯.৩০ মিনিটে সানাই বাদকের দল, সানাই শুরু করে। গোটা আশ্রম প্রাঙ্গণ উৎসবে মেতে ওঠে। পরেরদিন ৭ পৌষ ভোর ৫.৩০ মিনিটে গৌর প্রাঙ্গণ থেকে সাদা পোশাকে বৈতালিক শুরু হয়। বৈতালিকের গান "মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে"। গানের দায়িত্বে থাকে সঙ্গীত ভবন। বৈতালিকের পর শান্তিনিকেতন গৃহ থেকে সকাল ৬টায় সানাই শুরু হয়। এর পর সকাল ৭.৩০ মিনিটে ছাতিম তলায় উপাসনা থাকে। উপাসনায় আচার্য থাকেন উপাচার্য মহাশয়। ছাতিম তলার উপাসনার অনুষ্ঠানসূচি দেওয়া হল। ৭ পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার দিন। প্রতি বছর এই দিনটি ছাতিমতলায় শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। ছাতিমতলার উপাসনার গানের দায়িত্বে সঙ্গীত ভবন থাকে। এই উপাসনার একটি অনুষ্ঠানসূচি দেওয়া হল।

বৈতালিকের গান

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গলপ্রভাতে ॥
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে: তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে—
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥
বাহির করো তব পথের মাঝে, বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন, মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে ॥

পৌষ উৎসব – ১৪২৬
অনুষ্ঠান সূচি

৬ পৌষ, ১৪২৬। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯। সোমবার

বৈতালিক	রাত্রি	৯-০০	গৌরপ্রাঙ্গণ
সানাই	রাত্রি	৯-৩০	শান্তিনিকেতন গৃহ

৭ পৌষ, ১৪২৬। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯। মঙ্গলবার

বৈতালিক	প্রাতঃকাল	৫-৩০	গৌরপ্রাঙ্গণ
সানাই	প্রাতঃকাল	৬-০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
উপাসনা	প্রাতঃকাল	৭-৩০	ছাতিমতলা
বাউল গান	প্রাতঃকাল	৯-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
সানাই	প্রাতঃকাল	৯-৪৫	শান্তিনিকেতন গৃহ
মনসামঙ্গল	মধ্যাহ্ন	১২-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
কীর্তন গান	মধ্যাহ্ন	১-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠান	অপরাহ্ন	৩-০০	আম্রকুঞ্জ
আলাপিনী মহিলা সমিতি	অপরাহ্ন	৩-৩০	আম্রকুঞ্জ
ফকিরদের গান	অপরাহ্ন	৪-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
আলোকসজ্জা	সায়ংকাল	৬-০০	ছাতিমতলা, উদয়ন
রায়বেঁশে	সায়ংকাল	৭-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
ছৌ নৃত্য	রাত্রি	৮-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
কাঠিনৃত্য	রাত্রি	৯-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
যাত্রাভিনয়	রাত্রি	১০-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ

৮ পৌষ, ১৪২৬। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯। বুধবার

সানাই	প্রাতঃকাল	৬-০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের নিদর্শনপত্র প্রদান	প্রাতঃকাল	৮-০০	আম্রকুঞ্জ
ফকিরদের গান	প্রাতঃকাল	৯-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
সত্যপীরের পাঁচালী	মধ্যাহ্ন	১২-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
কীর্তন গান	মধ্যাহ্ন	১-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতা	অপরাহ্ন	৩-০০	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
বাউল গান	অপরাহ্ন	৪-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ

খ্রীষ্টোৎসব	সায়ংকাল	৫-৩০	উপাসনা গৃহ
লোকনৃত্য	সায়ংকাল	৭-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
লোকনৃত্য	সায়ংকাল	৭-৩০	মেলাপ্রাঙ্গণ
রণপা নৃত্য	রাত্রি	৮-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
কাঠিনৃত্য	রাত্রি	৮-৩০	মেলাপ্রাঙ্গণ
যাত্রাভিনয়	রাত্রি	১০-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ

৯ পৌষ, ১৪২৬। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯। বৃহস্পতিবার

সানাই	প্রাতঃকাল	৬-০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিবাসর	প্রাতঃকাল	৮-০০	আম্রকুঞ্জ
বাউল গান	প্রাতঃকাল	৯-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা	প্রাতঃকাল	৯-০০	আম্রকুঞ্জ
ফকিরদের গান	প্রাতঃকাল	১১-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
রামায়ণ গান	মধ্যাহ্ন	১২-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
সাঁওতালদের খেলাধূলা	মধ্যাহ্ন	১২-৩০	মেলাপ্রাঙ্গণ
কীর্তন গান	মধ্যাহ্ন	১-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
বাউল ও ফকিরদের যুক্তানুষ্ঠান	অপরাহ্ন	৪-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
লোকনৃত্য	সায়ংকাল	৭-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
রায়বেঁশে	রাত্রি	৭-৩০	মেলাপ্রাঙ্গণ
লোকনৃত্য	রাত্রি	৮-৩০	মেলাপ্রাঙ্গণ
যাত্রাভিনয়	রাত্রি	১০-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ

১০ পৌষ, ১৪২৬। ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯। শুক্রবার

সানাই	প্রাতঃকাল	৬-০০	শান্তিনিকেতন গৃহ
ফকিরদের গান	প্রাতঃকাল	৯-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
বাউল গান	প্রাতঃকাল	১০-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
মনসামঙ্গল	মধ্যাহ্ন	১২-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
কবিগান	মধ্যাহ্ন	১-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
বাউল ও ফকিরদের যুক্তানুষ্ঠান	অপরাহ্ন	৪-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান	সায়ংকাল	৭-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ
যাত্রাভিনয়	রাত্রি	১০-০০	মেলাপ্রাঙ্গণ

(প্রয়োজনবোধে অনুষ্ঠানসূচির পরিবর্তন হতে পারে)

ব্রহ্মোপাসনা

সংগীত ও মন্ত্র

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার
১৭৩-তম সাংবাৎসরিক উৎসব

ছাতিমতলা । শান্তিনিকেতন
শুক্রবার ৭ পৌষ ১৪২৩ ।। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬
প্রাতঃকাল সাড়ে সাত ঘটিকা

সংগীত

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে—
হৃদয়নাথ, তিমিররজনী-অবসানে হেরি তোমারে।।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়গগনে বিমল তব মুখভাতি।।

মন্ত্রপাঠ

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেঽস্তু, মা মা হিংসীঃ॥
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার। আমাকে মোহপাপ হইতে রক্ষা করো, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না।

হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জনা করো। যাহা কল্যাণ, তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো।

তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখ-কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

সংগীত

হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে
এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর।।
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সর্ব দুখ,
বিরহকাতর তপ্ত চিত্ত-মাঝে বিহরো।।
শুভদিন শুভরজনী আনো এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নরজনম সফল করো প্রিয়তম।
মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত করো অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধানিঝর।।

ভাষণ

সংগীত

ওহে জীবনবল্লভ,
ওহে সাধনদুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব—
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহো সব।
(দিনু চরণতলে— কথা যা ছিল দিনু চরণচলে —
প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণতলে।)
আমি কী আর কব।।

এই সংসারপথসঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমুরতি তব।
(নীরবে যাব— পথের কাঁটা মানব না, নীরবে যাব।
হৃদয়ব্যথায় কাঁদব না, নীরবে যাব।)
আমি কী আর কব।।

আমি সুখদুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয়-অপ্রিয় হে—
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
(আমি মাথায় লব— যাহা দিবে তাই মাথায় লব—
সুখ দুখ তব পদধূলি ব'লে মাথায় লব।)
আমি কী আর কব।।

অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা,
তবে পরানপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।
(দিয়ো বেদনা— যদি ভালো বোঝো দিয়ো বেদনা—
বিচারে যদি দোষী হই দিয়ো বেদনা।)
আমি কী আর কব।।

তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে—
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার! মৃত্যু আঁধার ভব।
(নিয়ে চরণে— ভবের খেলা সারা হলে নিয়ো চরণে—
দিন ফুরাইলে, দীননাথ, নিয়ো চরণে।)
আমি কী আর কব।।

মন্ত্রপাঠ

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥
রসো বৈ সঃ।
রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি ॥
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষহ্যেবানন্দয়তি ॥

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—

যাঁহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয়-কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করো, তিনি ব্রহ্ম।

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকর্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয়-প্রাপ্ত হন না।

সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হন।

কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোকসকলকে আনন্দ বিতরণ করেন ॥

সংগীত

হেরি তব বিমলমুখভাতি দূর হল গহন দুখরাতি।।
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণলালসে, দিনু হৃদয়কমলদল পাতি।।
তব নয়নজ্যোতিকণা লাগি তরুণ রবিকিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল তব দরশপরশসুখ মাগি।
গগনতল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি কত কুসুমপাঁতি— হেরি তব বিমল মুখভাতি।।
ধ্বনিত বন বিহগকলতানে, গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্বগগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেমরস পান করি গান করি কাননে
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি— হেরি তব বিমলমুখভাতি।।

ভাষণ

সংগীত

সে যে পরম-প্রেমসুন্দর, জ্ঞাননয়ন-নন্দন;
পুণ্য-মধুর নিরমল, জ্যোতি জগতবন্দন।।
নিত্য-পুলকচেতন, শান্তি-চিরনিকেতন,
ঢালো চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুমচন্দন।।

—রজনীকান্ত সেন

স্তোত্রপাঠ

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্॥
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো,
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং আনন্দস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থল, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চপদ-সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিকের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারে-সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

সংগীত

প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও,
বিপদ মাঝে বল কারে ডাকি আর,
তুমিই এক মম ভরসা।
প্রিয়জন একে একে কে কোথা চ'লে যায়,
একেলা ফেলি আঁধারে।
শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ কর নাথ,
পুরাও এই আশা।।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন্ত্রপাঠ

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি।
রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও,
অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও,
মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও।
হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।
রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাঁহার দ্বারা
আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

সমাপ্তি সংগীত

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই-যে তিনি, ওই-যে বাহির পথে।।
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি—
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনোমতে।।
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর-গ্রামে অরণ্যে পর্বতে।।
ওই-যে চাকা ঘুরছে রে ঝন্‌ঝনি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি?
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ?
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?।

প্রদক্ষিণ

সংগীত

কর তাঁর নাম গান; যত দিন রহে দেহে প্রাণ॥
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি, সকল-জীব-সুখকারী হে॥
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকল শোক অপসারি হে॥
উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে,
'অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর', এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে॥
চেতন-নিকেতন পরশ-রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখ-লেশ হে॥

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈতালিক
সংগীত

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্ব'লে ঊর্ধ্ব-পানে॥

৭ পৌষ আলোকসজ্জা সন্ধ্যা ৬টায় ছাতিমতলায় করা হয় এবং প্রতীকি একটি বা দুটি মোমবাতি উদয়ন বাড়ির বারান্দায় দেওয়া হয়। ছাতিমতলার উপাসনার মধ্য দিয়ে আমাদের পৌষমেলার সূচনা হয়। আলাদা করে মেলা উদ্বোধন করা হয় না। ৭ পৌষ ছাতিমতলায় অনুষ্ঠান হওয়ার আগে কলাভবন সুন্দর করে ছাতিমতলার বেদীতে আল্পনা এঁকে দেয় এবং উদ্যান বিভাগের পক্ষ থেকে গাছেদের গোড়ায় আলকাতরা দেওয়া হয়। ৬ পৌষ রাত্রে এবং ৭ পৌষ ভোরে বৈতালিকের সময় যাতে ধুলো না ওড়ে সেইজন্য রাস্তায় জল দেওয়া হয়। ৭ পৌষ ছাতিমতলায় উপাসনা আরম্ভ হওয়ার আগে পাঠভবনের ছাত্রীরা ছাতিমতলা প্রবেশের পথে চন্দনের বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যেক দর্শনার্থীর কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেয়।

৮ পৌষ সকাল ৬টায় শান্তিনিকেতন গৃহ থেকে সানাই বাজানো হয়। এর পর সকাল ৮.৩০ মিনিটে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী সাংবাৎসরিক উৎসব এবং পাঠভবন, শিক্ষাসত্রের নিদর্শনপত্র-প্রদান অনুষ্ঠান শুরু হয়। আম্রকুঞ্জের জহর বেদীতে এই অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। পাঠভবন, শিক্ষাসত্রের শিল্প শিক্ষকরা সুন্দর করে আল্পনা দিয়ে জহর বেদী সাজিয়ে তোলেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে একজন প্রবীণ থাকেন, থাকে নবীন। প্রবীণ নবীনের হাতে প্রদীপ তুলে দেন। অনুষ্ঠানে একজন প্রধান অতিথি থাকেন। অনুষ্ঠানে গানের দায়িত্বে থাকে পাঠভবন এবং শিক্ষাসত্রের সঙ্গীতের শিক্ষকবৃন্দ। ৮ পৌষ আম্রকুঞ্জের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব মূলত পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের উপর থাকে।

৮ পৌষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য আম্রকুঞ্জের জহর বেদী আলপনা দিয়ে সাজানো হয়। জহর বেদীর সোজা রাস্তা পলি মাটি দিয়ে প্রলেপ লাগানোর পর সুন্দর করে আলপনা দেওয়া হয়। এই আলপনা পাঠভবন, শিক্ষাসত্রের শিল্প শিক্ষকরা দিয়ে থাকেন। ৮ পৌষ সকাল ৮টায় পাঠভবন, শিক্ষাসত্রের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসচিব, প্রধান অতিথি, উপাচার্য মহাশয় এক সঙ্গে সারিবদ্ধ ভাবে

হেঁটে জহর বেদীতে এসে পৌঁছান। এই সময় শঙ্খ বাজিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। পাঠভবন বা শিক্ষাসত্রের কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা এই শঙ্খ বাজিয়ে থাকেন।

শোভাযাত্রা শুরুর আগে পাঠভবন বা শিক্ষাসত্রের অধ্যক্ষ প্রধান অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন।

এইদিনের অনুষ্ঠানের বিবরণ ছাপিয়ে দেওয়া হল –

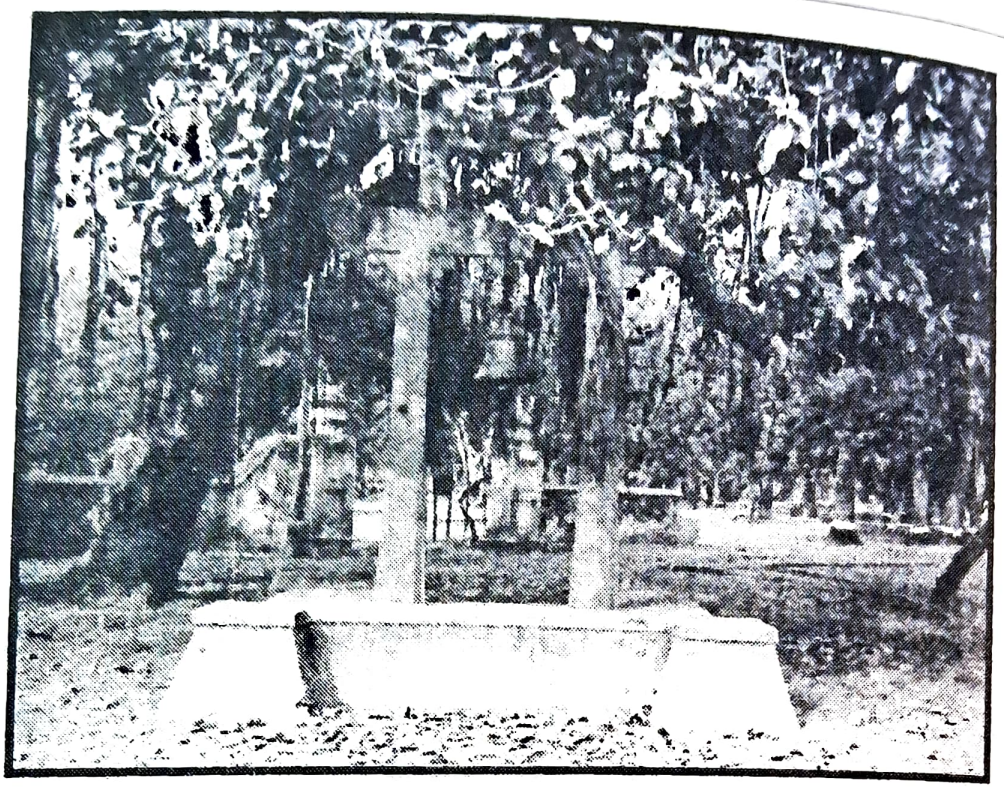

বিশ্বভারতী সাংবাৎসরিক উৎসব

পাঠভবন, শিক্ষাসত্রের
নিদর্শনপত্র-প্রদান অনুষ্ঠান

আম্রকুঞ্জ ॥ শান্তিনিকেতন

বুধবার ৮ পৌষ ১৪২৬ ॥ প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকা

অভ্যর্থনা

সভাপতি মহাশয় শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথিকে সভামঞ্চে অভ্যর্থনা করবেন।

বেদগান

সভাস্থ সকলে দাঁড়াবেন

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিধিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্॥
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥
এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

প্রধান অতিথি ও সভাপতি বরণ

সংকল্প-বচন

ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত।
ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি॥
ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽব্রিবন্ত।
ওঁ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্॥

অথেয়ং বিশ্বভারতী। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্॥ প্রয়োজনম্ অস্যাঃ সমাসতো ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ এষ নঃ প্রত্যয়ঃ সত্যং হ্যেকম্। পন্থাঃ পুনরস্য নৈকঃ। বিচিত্রৈরেবহি পথিভিঃ পুরুষা নৈকদেশবাসিন একং তীর্থমুপাসর্পন্তি—ইতি হি বিজ্ঞায়তে॥ প্রাচী চ প্রতীচী চেতি দ্বে, ধারে বিদ্যায়াঃ। দ্বাভ্যামপ্যেতাভ্যাম উপলব্ধব্যমৈক্যং সত্যস্যাখিললোকশ্রয়ভূতস্য—ইতি নঃ সঙ্কল্পঃ॥ এতস্যৈবৈক্যস্য উপলব্ধিঃ পরমো লাভঃ, পরমা শান্তিঃ, পরমং কল্যাণং পুরুষস্য—ইতি হি বয়ং বিজানীমঃ॥ সেয়মুপাসনীয়া নো বিশ্বভারতী বিবিধদেশগ্রথিতাভির্বিচিত্রবিদ্যাকুসুমমালিকাভিরিতি হি প্রাচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চেতি সর্বেঽপ্যুপাসকাঃ সাদরমাহূয়ন্তে॥ তদিদমনুজ্ঞায়তাম্, তদিদমনুমন্যতাম্, তদিদমনুষ্ঠীয়তাম্॥

ইদমস্মাভিরনুজ্ঞায়তে, ইদমস্মাভিরনুমন্যতে,
ইদঞ্চ বয়মনুতিষ্ঠামো যাবচ্ছক্যং যথাজ্ঞানং চ॥
তদিদমৃধ্যতাম্, তদিদং সমৃধ্যতাম্॥

প্রবীণ ও নবীন অতিথি বরণ

সভাপতি মহাশয় শ্রদ্ধেয় প্রবীণ অতিথিকে এবং প্রবীণ অতিথি নবীন অতিথিকে বরণ করবেন।

দীপ-সমর্পণ

নবীন প্রতিনিধির হস্তে প্রবীণ প্রতিনিধি-কর্তৃক প্রজ্বলিত দীপ ও সপ্তপর্ণী-পল্লব অর্পণ।

মন্ত্র

ওঁ তৎসৎ

অগ্নিনা অগ্নিঃ সম্ ইধ্যতে। এতদ্ বৈ ব্রহ্মদীপ্যতে যদগ্নির্জ্বলতি
জ্যোতীরূপময়ম্ অগ্নির্জ্যোতীরূপমিদং জ্ঞানম্॥ (১)

অগ্নি হইতেই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইল। এই অনির্বাণ অগ্নি সেই পরম ব্রহ্মদীপ্তিতে দীপ্যমান। ইহা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ ; অখণ্ড জ্ঞানের উৎস হইতে এই জ্যোতির বিচ্ছুরণ ; চিন্ময় জ্যোতি এই অগ্নিশিখা। (১)

জ্যোতিষা বাধতে তমঃ। অপেদু হাসতে তমঃ। অগ্নে, জ্যোতিরসি ত্বম্।
দীপ্যমানং ত্বা সাদয়ামি। জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্॥ (২)

অজ্ঞানের অন্ধকার দীর্ণ বিদীর্ণ হয় ব্রহ্মের অমর জ্যোতিতে ; অপগত হয়, অপহৃত হয় চিদাকাশে অচৈতন্যের আবরণ। হে অগ্নি, তুমি সেই জ্যোতির আধার। দীপ্যমান তোমাকে আমি আনন্দে উদ্ভাসিত করিতেছি। ধীশক্তিতে বিরচিত জ্যোতিষ্মান পন্থাসমূহ সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও। (২)

জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে।
অগ্নি এতং তে ব্রহ্মচারিণং পরিদদামি মনসা শিবেন॥ (৩)

অগ্নি বিশ্বজনের রক্ষাকর্তা ; তুমি নিত্য জাগরূক সুনিপুণ কর্মধাতা ; নব নব কল্যাণকর্মে তোমার নবতর জন্ম। হে অগ্নি, কল্যাণকামী মন লইয়া তোমাকে অর্পণ করিতেছি এই নবীন ব্রহ্মচারীর হস্তে॥ (৩)

সৌম্য, তেজোঽসি তেজোবলম্ ; অগ্নে, ঊর্জমোজিষ্ঠম্ আ ভর।
তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ ; বিন্দস্ব কর্ম শুভম॥
দীপ্তো ভবতাৎ দীপয়ন্ দীপ্যমানঃ। জ্বলতু অনিশং জ্ঞানদীপার্চিঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তা উত্তরম্॥ (৪)

হে সৌম্য তুমি তেজঃস্বরূপ ; হে অগ্নি, তুমি, বহন করিয়া আনো সর্বাধিক তেজস্বিতা, অনাহত শক্তিমত্তা এবং ভাস্বর ওজঃপুঞ্জ। সর্বভয়-মুক্ত জ্ঞানালোকে সর্বদিকে প্রকাশমান ব্রহ্মই সেই তেজোরাশি। হে তেজোদীপ্ত নবীন, তুমি শুভ কর্ম লাভ করো। তেজোদীপ্ত তুমি জ্ঞানদীপ্তিতে দীপ্যমান হইয়া উদ্দীপ্ত করো এই প্রতিষ্ঠাভূমি। জ্ঞানদীপের শিখা প্রজ্বলিত রহুক নিত্য নিরন্তর। উত্তর-সাধকবর্গ পরিতৃপ্ত হউন জ্ঞানের জ্যোতির্দর্শনে॥ (৪)

রবীন্দ্র-রচনা পাঠ

সঙ্গীত

বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ কর' মহোজ্জ্বল আজ হে।
বরপুত্রসঙ্ঘ বিরজ' হে॥
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
ঘন তিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতিদীক্ষা।
যাত্রিদল সব সাজ'হে। দিব্যবীণা বাজ' হে।
বল' জয় নরোত্তম পুরুষসত্তম
জয় তপস্বিরাজ হে।
জয় হে॥

এস' কর্মী, এস' জ্ঞানী, এস' জনকল্যাণধ্যানী,
এস' হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে॥
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্ব-হৃদয়ে রাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
জয় জয় নরোত্তম, পুরষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে।
জয় হে॥

পাঠভবন

বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০১৯

মাননীয় প্রধান অতিথি, শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত সুধিবৃন্দ, সকল সহকর্মিবৃন্দ ও স্নেহাস্পদ ছাত্রছাত্রীগণ—

বার্ষিক নিদর্শনপত্র প্রদান তথা প্রতিষ্ঠাদিবসের এই শুভলগ্নে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাই। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একসময় আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বলেছিলেন— "তোমরা যদি অনুভব কর যে তোমরা একসময় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলে, তোমাদের প্রীতি ও নিষ্ঠা যদি অটুট থাকে, তাহলে আমি তোমাদের কাছ থেকে আর কোনো প্রতিদান চাই নে। যদি কখনও এই বিদ্যালয়ের আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, যদি বাধা-বিপত্তি আত্মদ্রোহ আসে, তাহলে তোমাদের নিষ্ঠা যেন অবিচলিত থেকে একে রক্ষা করে।" কথাগুলি স্মরণ করে এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আশ্রম বিদ্যালয় পাঠভবনের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করছি :

মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা :

পাঠভবনের শিশুবিভাগটির নাম মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা। ২০১৯ সালে এই শিশুবিভাগটির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১২২। এদের মধ্যে ছাত্র ৫৮ জন, ছাত্রী ৬৪ জন। পাঠশালার শিশুরা তাদের নির্ধারিত পাঠ সম্পন্ন করেছে এবং আশ্রমের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথা— সাহিত্যসভা, বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ইত্যাদিতে আনন্দের সঙ্গে যোগদান করেছে।

পাঠভবন :

২০১৯ সালে পাঠভবনের প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১০৩৪ জন।

মোট আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা— ৩৫২ জন।

এর মধ্যে আবাসিক ছাত্র সংখ্যা— ১৫৫ জন।

আবাসিক ছাত্রী সংখ্যা— ১৯৭ জন।

অনাবাসিক ছাত্র সংখ্যা— ৩২৭ জন।

অনাবাসিক ছাত্রী সংখ্যা— ৩৫৫ জন।

২০১৯ সালের স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল :

নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিল— ৭৭জন।

উত্তীর্ণের সংখ্যা— ৭৬ জন।

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে— ৬২জন।

২০১৯ সালের প্রাক্-স্নাতক পরীক্ষার ফলাফল :

মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা— ৯৯জন।

কলাবিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল— ৫২জন।

বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল— ৪৭জন।

কলাবিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা— ৪৯জন।

বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা— ৪৭জন।

মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা— ৯৬জন।

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা— ৯৩জন।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় পাঠভবনের শিক্ষা পরিপূর্ণতার শিক্ষা তাই পরীক্ষা পাসের বিদ্যা বিতরণই পাঠভবনের একমাত্র পরিচয় হতে পারে না। সেদিক থেকে আশ্রম সম্মিলনী পাঠভবনের প্রাণস্বরূপ। আশ্রম সম্মিলনীর বিভিন্ন বিভাগ—সাহিত্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, ক্রীড়া, আহার্য, সেবা এবং সখাসংঘ— তাদের কার্যাবলী আনন্দের সঙ্গে, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে। সাহিত্যসভা, বিজ্ঞানসভা, স্বচ্ছ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস, দান সংগ্রহ, গ্রাম পরিদর্শন, বনভোজন, গান্ধীপুণ্যাহ, শিক্ষকদিবস, আনন্দবাজার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করেছে। সেইসঙ্গে সাধারণতন্ত্রদিবস, বসন্তোৎসব, রবীন্দ্রজন্মোৎসব, রবীন্দ্রতিরোধান দিবস, বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, রবীন্দ্রসপ্তাহ, স্বাধীনতাদিবস প্রভৃতি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে।

অন্যান্য বছরের মত এবছরেও পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বার্ষিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা

একদিনের ভ্রমণে বর্ধমান এবং সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বীরভূম ভ্রমণে যায়। এছাড়া নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণ ২৭ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজগীর, দশম শ্রেণী ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি ডুয়ার্স এবং একাদশ শ্রেণী ৩০ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি কালিম্পং ভ্রমণে যায়। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তত্ত্বাবধানে এইসব শিক্ষামূলক ভ্রমণ সকলের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তায় শরীরচর্চার স্থান অনস্বীকার্য। প্রতি বছরের মত এবছরও ছাত্র-ছাত্রীগণ নিয়মিত খেলার মাঠে শরীরচর্চা করেছে। ১৯ ও ২০ জানুয়ারি বিশ্বভারতী স্পোর্টস বোর্ডের সহায়তায় পাঠভবনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আশ্রম মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ জুন বিশ্ব যোগদিবসে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা নাট্যঘরে যোগাসন প্রদর্শন করে।

বিগত ১৭ মার্চ আম্রকুঞ্জের জওহরবেদীতে 'বসন্ত আবাহন' অনুষ্ঠিত হয়। নাচ, গান ও পাঠের মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ নূতন যৌবনের দূত, ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করে নেন।

এ বছর অনেকগুলি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি পরিবেশবিভাগের পক্ষ থেকে শান্তিনিকেতনের পাখীদের সম্বন্ধে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে চর্মরোগ নিয়ে এবং ১ মার্চ ক্যানসার সংক্রান্ত একটি আলোচনাসভার ব্যবস্থা করা হয়। ২৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ, আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বর্ষপূর্তি এবং মহাত্মাগান্ধীর জন্মের দেড়শত বৎসর উপলক্ষে পাঠভবন বিশ্বভারতী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্‌স্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর যৌথ উদ্যোগে সিংহসদনে একটি ইতিহাসের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ও উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদ জানতে পারে।

১৮ মার্চ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী শিক্ষাভবনে টেলিস্কোপ বানানোর একটি কর্মশালায় যোগদান করে এবং একটি টেলিস্কোপ বানায়। ৩ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য এবং ক্রীড়াবিভাগের যৌথ উদ্যোগে 'দৈনন্দিন জীবনে

যোগাভ্যাস' সম্বন্ধে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে আলোচনা করেন শ্রদ্ধেয়া অভিনন্দা দাসবৈরাগ্য মহাশয়া। তাঁর সঙ্গে অষ্টম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী যোগাসন করে দেখায়।

৩,৭,৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর সিংহসদনে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সংক্রান্ত একটি কর্মশালা হয়, যা এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৩ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইতালি ভাষা শিক্ষার একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে অনেকের মনেই ঐ দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহল জন্মায়।

বিগত ২৬ নভেম্বর পাঠভবনের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন। এই আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রদর্শন : পাঠভবন : ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা'। এই আলোচনাসভায় বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণও যোগদান করেন। আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের মতবিনিময় ভবিষ্যতের পথ নির্দেশে বিশেষ সহায়ক।

গত ১ এপ্রিল ২০১৯ পাঠভবনের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশ ভবনে একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করে। এই সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় আবুল জাফর ইকবাল মহাশয়। তিনি সাহিত্যসভাটির প্রশংসা করেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছেও এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

বিগত ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতার পাঠভবন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন। এখানকার পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়। এই একই মাসে রাজঘাট কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশেনের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের একটি দল পাঠভবনে আসেন। এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান আমাদের সমৃদ্ধ করেছে।

২১-২২ সেপ্টেম্বর সিংহসদনে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়। এখানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ স্বনির্মিত পোস্টার মডেল ইত্যাদি সকলকে দেখায়। এই প্রদর্শনী তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে সাহায্য করে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অন্যান্য বছরের মত এবছরেও সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউণ্ডেশন-এর পরীক্ষাগুলি পাঠভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রী পুরস্কার লাভ করেছে। তাদের অভিনন্দন জানাই।

এছাড়া আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড পরীক্ষার প্রথম ধাপ নেশন স্ট্যাণ্ডার্ড একজামিনেশন-এর পরীক্ষা বিগত নয় বছর ধরে পাঠভবনে আয়োজিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে বীরভূম ও বর্ধমান জেলার একমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র পাঠভবন। দূর দূরান্ত থেকে এসে ছাত্রছাত্রীগণ এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সাফল্য লাভ করে।

১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরে ৪০জন জওয়ান জঙ্গী হামলায় নিহত হওয়ায় বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের আহ্বানে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে একটি স্মরণসভায় উপস্থিত হয়। যেখানে নিহত জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সন্ধ্যাবেলা দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সঙ্গে মোমবাতি মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস উপলক্ষে সকালবেলা নবম ও দশম শ্রেণীর আবাসিক ছাত্রছাত্রীগণ বিশ্বভারতীর পরিবহন দপ্তর থেকে বাংলাদেশ ভবন পর্যন্ত এক পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশভবনে ছাত্র-ছাত্রীগণ দুটি দেশাত্মবোধক গান গায়।

বিগত ১ মার্চ থেকে ৪ মার্চ পাঠভবন ও মৃণালিনী আনন্দপাঠশালার বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় কলাভবনের নন্দনে।

২১ মার্চ বসন্তোৎসবের মূল অনুষ্ঠানে পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা নাচে, গানে অংশগ্রহণ করে। এরপর ২৩ মার্চ উপাচার্য মহাশয়ের আহ্বানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বভারতীর ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মীদের সঙ্গে আশ্রমমাঠ পরিষ্কার করে।

১৪ এপ্রিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ, কর্মীপরিষদ আয়োজিত পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। লিপিকা প্রেক্ষাগৃহের একটি অনুষ্ঠানেও তারা যোগদান করে।

বিগত ৯ মে ২৫ বৈশাখ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীগণ গুরুদেবের লেখা 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শাপমোচন' নাটকের অংশবিশেষ একত্র করে 'মানবকন্যা' শীর্ষক নৃত্যাভিনয়টি মঞ্চস্থ করে। এই অভিনয় সকলের কাছে প্রশংসিত হয়।

শিক্ষকদিবস উপলক্ষে ৫ এবং ৬ সেপ্টেম্বর পাঠভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লেখা, আঁকা ও হাতের কাজ দিয়ে একটি প্রদর্শনী সাজানো হয়। ৬ সেপ্টেম্বর নাট্যঘরে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ 'চিরকুমার সভা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর কর্মীপরিষদ আয়োজিত 'শারদোৎসবে' পাঠভবনের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা গুরুদেবের 'ডাকঘর' এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা 'তাসের দেশ' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করে সকলের প্রশংসা লাভ করে।

থাইল্যাণ্ডের Thammasat University-র শিক্ষক-শিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে একটি দল পাঠভবনে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে শিক্ষাদর্শন বিষয়ে মূল্যবান ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই ধরণের আদানপ্রদান আমাদের ঋদ্ধ করে।

বিগত ২১ নভেম্বর আম্রকুঞ্জের জওহরবেদীতে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তন উপলক্ষে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় রামনাথ কোবিন্দ মহাশয় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয় জগদীপ ধনকর মহাশয় উপস্থিত হয়েছিলেন। সমাবর্তনের পর তাঁরা পাঠভবনে আসেন এবং পাঠভবন ঘুরে দেখেন। পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীগণ তাঁদের স্বাগত জানিয়ে একটি গান গায় এবং নিজেদের হাতের কাজ দিয়ে একটি প্রদর্শনী সাজায়।

২৪ সেপ্টেম্বর এন-এস-এস দিবস উপলক্ষে দ্বাদশ শ্রেণীর দেবলীনা দাস ও আকাশ ঘোষ সেরা স্বেচ্ছাসেবকের পুরস্কার লাভ করে। শ্রদ্ধেয়া চৈতালী ঘোষাল মহাশয়া সেরা সহযোজকের পুরস্কার পান।

এবছর ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লীতে এন-সি-সি-এর রুটমার্চে অংশগ্রহণ করেছে পাঠভবনের ছাত্র শ্রীমান মৃগাঙ্ক সাহা।

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই, এই বছর থেকে পাঠভবনের প্রগতিপত্র Digitize করা সম্ভব হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের প্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অনেক সহজ হবে।

পাঠভবনের অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয়া ঈপ্সা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দপ্তরের কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রীকান্ত হাজরা এবছর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অবসর জীবন আনন্দময় হোক এই প্রার্থনা করি।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন "আমি এমন এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, যেখানে মানবশিশুরা প্রকৃতির কোলে মুক্তির আনন্দ, জীবনের আনন্দ খুঁজে পায়।" কবির বিশ্বাস ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা পাঠভবন তথা বিশ্বভারতীর কর্ত্তব্য। এর মাধ্যমে বিশ্বভারতী বিশ্ববাসীকে মুক্তির দিশা দেখাতে পারবে— এই আশা রাখি।

পরিশেষে এই অনুষ্ঠানে সমাগত সম্মানিত অতিথি, আশ্রমবাসী, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকমণ্ডলী এবং সকল সহকর্মীগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার ছাত্রছাত্রীদের জানাই শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।

নমস্কারান্তে

বোধিরূপা সিংহ

অধ্যক্ষ, পাঠভবন

শিক্ষাসত্র

বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০১৯

শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহাশয়, মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত বিশিষ্টবর্গ, প্রিয় সহকর্মিগণ, শিক্ষাকর্মিবৃন্দ ও আমার একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীসকল-প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উদ্‌যাপন ও বার্ষিক নিদর্শনপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে আপনাদের জানাই গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিক শুভকামনা।

প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে উপস্থাপিত করছি শিক্ষাসত্রের ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন।

প্রথমেই স্মরণ করি শিক্ষাসত্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী অঙ্কিতা পাল ও শিক্ষাসত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। এঁদের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত। এঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জানাই গভীর সহানুভূতি। এই শিক্ষাবর্ষে আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী শ্রীঅসীম মজুমদার, শ্রীশ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আনন্দময়ী মণ্ডল অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সুস্থ ও নীরোগ শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করি।

২০১৯ শিক্ষবর্ষে শিক্ষাসত্রের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৮৮১ জন এবং শিশুবিভাগ সন্তোষ পাঠশালার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫১ জন।

এই শিক্ষাবর্ষে স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮৪ জন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৭৭ জন এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৬ জন। এই বৎসর প্রি. ডিগ্রী পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল বিজ্ঞান শাখায় ৫৩ জন ও কলা শাখায় ৫২ জন। বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ৫১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন এবং কলা শাখায়ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ৫১ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন। ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক।

বনভোজন-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-বার্ষিকভ্রমণ-শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উৎসব-সাপ্তাহিক সাহিত্যসভা-বিজ্ঞানসভা-গান্ধীপুণ্যাহ-নিয়মিত দেওয়াল

পত্রিকাপ্রকাশ-আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস উদযাপন-নববর্ষের অনুষ্ঠান-বৃক্ষরোপণ-হলকর্ষণ-স্বাধীনতাদিবস-আনন্দবাজার ইত্যাদি নানাবিধ অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডে শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীরা সারা বছর নিজেদের সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত রেখেছে।

বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি বসন্তের কবিতাপাঠ ও গানের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ৫ মার্চ 'শান্তিদেব ঘোষ স্মৃতি সংগীত প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।

১ বৈশাখ সন্ধ্যায় শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীরা গৌরপ্রাঙ্গণে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করে যেটি সমগ্র বিশ্বভারতী পরিবারের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়।

গত ১ জুলাই শিক্ষাসত্রের পথ চলার শুরুর দিনটিকে একটি মনোজ্ঞ সভার মধ্য দিয়ে যাপন করা হয়। ঐ দিন শিশুবিভাগের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর আঁকা ছবির একটি বর্ণময় প্রদর্শনীর মাধ্যমে সভাস্থলটিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয় এবং আদ্যবিভাগের ছাত্রছাত্রীরা 'কবির পাঠশালা শিক্ষাসত্র' শীর্ষক একটি পোস্টার-প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

গত ১৯ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র দিবস' উপলক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী একটি চিত্রপ্রদর্শনী আয়োজিত হয় যেখানে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষাসত্রের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা।

গত ২৪ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার আযোজিত একটি পরিবেশ সচেতনতা পদযাত্রায় শিক্ষাসত্রের দ্বাদশ শ্রেণীর ২০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসাহিত্যে শরৎ বিষয়ক রচনা-গান-কবিতা শীর্ষক একটি বেতার অনুষ্ঠানে শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

এই বৎসর শারদোৎসবে শিক্ষাসত্র দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৭ সেপ্টেম্বর আদ্যবিভাগের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয় গুরুদেবর 'বিসর্জন' নাটকটি এবং ১৯ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হয় শিশুবিভাগ ও মধ্যবিভাগের কুশীলবদের নাটক 'কুঁজো কানাই'। ১৮ সেপ্টেম্বর শিল্পোৎসবের সন্ধ্যায় শ্রীনিকেতন কম্যুনিটি হলে 'বিসর্জন' নাটকটি পুনরায় অভিনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত ১৭ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'অনীক নাট্যোৎসব'-এ আন্তঃবিদ্যালয় নাট্য

প্রতিযোগিতায় শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীরা 'জুতো আবিষ্কার' নাটকটি উপস্থাপিত করে এবং একাধিক পুরস্কার ও সম্মান অর্জন করে।

গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে সিংহসদনে আয়োজিত একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে শিক্ষাসত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীপঙ্কজ দত্ত মহাশয়কে সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার এবং দ্বাদশ শ্রেণীর বইপ্রেমী ছাত্র শ্রীশুভম দে-কে অশীন দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এই বৎসর ২০ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলাভবনের নন্দন-এ শিক্ষাসত্রের বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী চলে এবং এটি উচ্চ প্রশংসিত হয়।

বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর 'লিপিকা'-সভাগৃহে 'Pollution of the River Ganga and its Promising Remedy' শীর্ষক একটি বিষয়ে অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী একটি মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন যেখানে একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করে।

শারদাবকাশের পূর্বে ১১ সেপ্টেম্বর শিক্ষাসত্রের ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ 'আমাদের কথা' প্রকাশিত হয়। উক্ত মুখপত্রে ছাত্রছাত্রীদের লিখিত প্রতিবেদন ও আঁকা ছবি স্থান পায়।

শিক্ষাসত্র N.S.S. বিভাগ সারা বর্ষব্যাপী বিচিত্রমুখী কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকে। স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখা—বিশ্বভারতীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন পৌষমেলা-মাঘমেলা-বসন্তোৎসব ইত্যাদিতে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বপালন, প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ-রক্তদান শিবিরের আয়োজন-শ্রীনিকেতন মেলার মাঠ ও বকুলতলা সংলগ্ন স্থান পরিষ্কার করা-পাঁচদিনব্যাপী Village Camp-এ অংশগ্রহণ ইত্যাদি নিয়মিত কর্মকাণ্ডসমূহে শিক্ষাসত্র N.S.S. বিভাগ প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও নিযুক্ত থেকেছে। গত ১৪ এপ্রিল N.S.S.-এর ছাত্রছাত্রীরা বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালিতে অংশ নেয় ও লিপিকা-য় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে যোগদান করে। ৮ আগস্ট গুরুদেবের প্রয়াণদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'সবুজায়ন প্রকল্পে' তারা অংশ নেয়। ২০ আগস্ট আয়োজিত 'Anti Tobaco Camp'-এও তারা উপস্থিত থাকে। সেখানে যুব সমাজের উপর তামাকের ক্রমবর্ধমান ক্ষতিকারক দিকগুলি তুলে ধরা হয়।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্লাসটিক বর্জন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালিতে এবং ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম উৎপাটন অভিযানে ছাত্রছাত্রীরা সোৎসাহে অংশগ্রহণ করে। ৩১ অক্টোবর লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে আয়োজিত র‍্যালিতেও ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। গত ২১ জন বিশ্বযোগদিবসে যোগ প্রতিযোগিতায় শিক্ষাসত্র-N.S.S.-এর দশজন ছাত্রছাত্রীর একটি দল অংশ গ্রহণ করে এবং শিক্ষাসত্র N.S.S. বিভাগ দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ান হয়। গত ২৪ সেপ্টেম্বর N.S.S. দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ Volunteer নির্বাচিত হয় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র শুভময় মুখোপাধ্যায় ও রাহুল সৌ।

শিক্ষাসত্র N.C.C. ইউনিট-এর ৪০ জন ছাত্রছাত্রী প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজে অংশ নেয় এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গত ১ মে থেকে ১০ দিন ব্যাপী কল্যাণীতে আয়োজিত একটি ক্যাম্পে শিক্ষাসত্রের N.C.C.-র ৪ জন ছাত্রী অংশ নেয়। ৬ মে N.C.C. বিষয়ক সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানেও ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর ক্যাডেটরা অংশগ্রহণ করে। গত ২৮ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর কাঁকুটিয়াতে আয়োজিত Combined Annual Training Camp (BD–XIII) ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ছাত্রী মোনালিসা পাল ও কাজি নিশা পারভীন বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের ৩য়-৪র্থ সপ্তাহে বাঁধগোড়ায় BD–XIV ক্যাম্পে শিক্ষাসত্রের ১০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়।

শিক্ষাসত্রের সেবা-স্বাস্থ্য বিভাগও সারাবছর সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। গত ২ মে ও ২২ আগস্ট তারিখে শ্রীনিকেতন সংলগ্ন এলাকায় যথাক্রমে দুটি দানসংগ্রহকর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ ১৬,০৩৫ টাকা। উক্ত অর্থ পার্শ্ববর্তী বল্লভপুর ডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সুরুল অন্তর্গত লীলা মজুমদার স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আমরা ব্যবহার করব। এই অর্থে উক্ত বিদ্যালয় দুটির কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দেওয়া হবে স্থির করা হয়েছে।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলায় যথেষ্ট কৃতিত্বের

পরিচয় দিয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর দিশা কোঁড়া রাজ্যস্তরে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪ বৎসরে অংশগ্রহণ করে। দশম শ্রেণীর বিতান মল্লিক, একাদশ শ্রেণীর দেবাঙ্গনা হাজরা অনূর্ধ্ব ১৭ বৎসরে ও দ্বাদশ শ্রেণীর দিব্যেন্দু মণ্ডল অনূর্ধ্ব ১৯ বৎসরে রাজ্যস্তরে আয়োজিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় কলকাতার রাজারহাটে অংশগ্রহণ করে। দশম শ্রেণীর অমলেন্দু দাস রাজ্যস্তরে হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ষষ্ঠ শ্রেণীর আয়েন্দ্রী সরকার, নবম শ্রেণীর রাজিয়া তসমীন মণ্ডল, বুদ্ধদেব কোঁড়া ও দশম শ্রেণীর ফিরদৌস আহমেদ সিউড়িতে আয়োজিত বীরভূম জেলা অ্যাথলীট মিট-এ অংশগ্রহণ করে। ফিরদৌস আহমেদ জ্যাভলিন থ্রো-তে প্রথম স্থান অধিকার করে।

শিক্ষাসত্রের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র বিশাল মণ্ডল, জ্যোতিষ্ক সাহা ও তৃষিত মণ্ডল এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রী সমাদৃতা সরকার এই বছর International Mathematics Olympiad পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

পরিশেষে গুরুদেবের একটি উক্তি স্মরণ করি, "বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি।... আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি—আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত থাকে।" রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শের এই মহতী ভাবনায় আজও এই দুটি বিদ্যালয় যথাসম্ভব প্রাণিত হয়ে উঠুক, এই হোক আজকের দিনে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

নমস্কারান্তে

জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য

অধ্যক্ষ, শিক্ষাসত্র

প্রধান অতিথির ভাষণ

সভাপতির আশীর্বচন

নিদর্শন-পত্র প্রদান

শান্তি-বচন

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃশান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ সর্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ॥

তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়ামোহং যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি॥

সঙ্গীত

সভাস্থ সকলে দাঁড়াবেন

মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন।
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যাচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যাকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যাবাক্য নয়।
জয় জয় সত্যের জয়॥
মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান।
জয় জয় মঙ্গলময়॥
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্যগান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভবাক্য নয়।
জয় জয় মঙ্গলময়॥
সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক যা হবার হোক, চলিব ব্রহ্মধাম।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন
জয় জয় আনন্দময়।
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন।
জয় জয় আনন্দময়।
আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে,
আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যু বিরহে শোকে—
জয় জয় আনন্দময়।

আশ্রম-সংগীত

আমাদের শান্তিনিকেতন
সে-যে সব হ'তে আপন।

তার আকাশ-ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥

মোদের তরুমূলের মেলা
মোদের খোলা মাঠের খেলা।
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।

মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আম্‌লকী-কানন॥

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।

মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক-মন॥

S.L.P., 2019 (500)

৮ পৌষ বিকেল ৩টের সময় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দোতলায় 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠান থাকে। বিশেষ একজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বক্তব্য রাখার জন্য। বক্তা ৩০ থেকে ৪০ মিনিট বক্তব্য রাখেন।

এর পর বিকেল ৫.৩০ মিনিটে উপাসনা গৃহে খ্রীষ্টোৎসব পালিত হয়। খ্রীষ্টোৎসবে একজন বক্তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মন্দিরে বাইবেল পাঠ, মন্ত্রপাঠ এবং ক্যারল সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে থাকে। সঙ্গীতের দায়িত্বে সঙ্গীতভবন থাকে। মন্দিরের চারধারে মোমবাতি দেওয়া হয়।

খ্রিষ্টোৎসবে মন্দিরে রঙিন পোশাকে যে কেউ আসতে পারেন। সাদা পোশাক বাধ্যতা নয়।

খ্রিস্টোৎসব

বিশ্বভারতী • শান্তিনিকেতন

৮ পৌষ ১৪২৬ (২৫ ডিসেম্বর ২০১৯)

উপাসনা গৃহ — সন্ধ্যা ৫:৩০

।। সূচি ।।

সংগীত : মোর সন্ধ্যায় তুমি

মন্ত্রপাঠ

আচার্যের অভিভাষণ (সংগীত সহযোগে)

ক্যারল সংগীত

বাইবেল থেকে পাঠ

ক্যারল সংগীত

আচার্যের অভিভাষণ

সংগীত : একদিন যারা মেরেছিল

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ

* * *

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

খৃষ্টোৎসব

৯ পৌষ ১৪২৮
২৫ ডিসেম্বর ২০২১

সন্ধ্যা ৫:৩০
উপাসনা গৃহ

॥ অনুষ্ঠান সূচি ॥

সংগীত : সফল কর হে প্রভু
মন্ত্রপাঠ
সংগীত : তাই তোমার আনন্দ
উপাচার্যের প্রারম্ভিক বক্তব্য
আচার্যের উপস্থাপনা :
ধায় যেন মোর
মোর সন্ধ্যায় তুমি
প্রভু আমার, প্রিয় আমার
ক্যারল সংগীত
ক্যারল সংগীত
বাইবেল থেকে পাঠ
ক্যারল সংগীত
ক্যারল সংগীত
আচার্যের উপস্থাপনা :
আমার মুক্তি আলোয়
আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
ওই আসনতলে
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
সংগীত : একদিন যারা মেরেছিল
মন্ত্রপাঠ
সংগীত : কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ

***

উপাসনা শেষে গান গাইতে গাইতে মোমবাতি জ্বালিয়ে ছাতিমতলা যাওয়া হয় এবং ছাতিমতলায় মোমবাতি দেওয়া হয়।

৯ পৌষ সকাল ৬টায় শান্তিনিকেতন গৃহ থেকে সানাই বাজানো হয়। এবং ওইদিন আম্রকুঞ্জে পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতিবাসর অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৮টায়। কর্মিমণ্ডলীর সম্পাদক বিশ্বভারতী থেকে পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের তালিকা সংগ্রহ করেন এবং এই তালিকায় থাকা নামগুলি ওইদিন অনুষ্ঠানে পড়া হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন উপাচার্য মহাশয় এবং প্রবীণ প্রাক্তনীদের মধ্যে একজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তিনি হলেন প্রধান অতিথি। গানের দায়িত্বে থাকে সঙ্গীত ভবন। অনুষ্ঠানের শেষে উপাচার্য মহাশয় উপস্থিত সদস্যদের সেদিন দুপুরে পাঠভবন রন্ধনশালায় হবিষ্যান্নে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। টাকা দিয়ে কূপণ সংগ্রহ করে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করা হয়। কূপনের ব্যবস্থা কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে করা হয়। পৌষ উৎসব উপলক্ষ্যে কর্মিপরিষদ মেলা প্রাঙ্গণে চারদিন ধরে নানা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। সকাল থেকে রাত্রি অবধি অনুষ্ঠান চলে।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিবাসর

৯ পৌষ ১৪৩০ সকাল ৮:০০

২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ আম্রকুঞ্জ

সূচি

সভাপতি ও অতিথি বরণ

সংগীত : আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু

মন্ত্র পাঠ

রবীন্দ্র-রচনা থেকে পাঠ

মাননীয় অতিথির বক্তব্য

মাননীয় সভাপতির শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ও স্মৃতিচারণা

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে

***

৬ মাঘ মহর্ষির প্রয়াণদিবস। এইদিন সকাল ৭.৩০ মিনিটে উপাসনা হয়। উপাসনায় একজন আচার্য থাকেন, থাকেন একজন মন্ত্র পাঠের জন্য। সঙ্গীতের দায়িত্বে থাকে সঙ্গীত ভবন।

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

বিশেষ উপাসনা

মহর্ষি-স্মরণ

৬ মাঘ ১৪২৭
২০ জানুয়ারি '২১

সকাল ৭:৩০
উপাসনা গৃহ

॥ সূচি ॥

সংগীত : পরিপূর্ণমানন্দম্ অঙ্গবিহীনং

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : অন্তর মম বিকশিত কর

আচার্যের ভাষণ (প্রথম পর্ব)

সংগীত : পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং

আচার্যের ভাষণ (দ্বিতীয় পর্ব)

সংগীত : কেন ভোলো চিরসুহৃদে

আচার্যের ভাষণ (তৃতীয় পর্ব)

সংগীত : দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান দেহ প্রীতি

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : তুমি আমাদের পিতা

***

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

বিশেষ উপাসনা

মহর্ষি-স্মরণ

৬ই মাঘ ১৪২৯ — উপাসনা গৃহ

(২১ জানুয়ারী ২০২৩), শনিবার — সকাল ৭.৩০ মিঃ

-: সূচি :-

সংগীতঃ- পুণ্য পুঞ্জেন যদি

মন্ত্র পাঠ

সংগীতঃ- পরিপূর্ণমানন্দং

আচার্যের ভাষণ

সংগীতঃ- আরে ভাবো তারে

আচার্যের ভাষণ

সংগীতঃ- তাঁরে রেখো রেখো তব পায়

মন্ত্র পাঠ

সংগীতঃ- তুমি আমাদের পিতা

****

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

মহর্ষি-স্মারক আলোচনা

৬ই মাঘ ১৪৩০ (২১ জানুয়ারী ২০২৪), রবিবার

ছাতিমতলা

বিকেল ৩.৩০

॥ সূচি ॥

সংগীত : কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ

পাঠ

কবিতা

সংগীত : দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান

আচার্যের ভাষণ

সংগীত : মরণ সাগর পারে

***

কর্মিমণ্ডলী, শান্তিনিকেতন

৬ মাঘ বিকেল তিনটের সময় ছাতিম তলায় মহর্ষি-স্মারক আলোচনা থাকে। বিশেষ একজন বক্তা থাকেন যিনি মহর্ষি সম্বন্ধে বলেন। এই অনুষ্ঠানে গান ও পাঠের দায়িত্বে পাঠভবন এবং শিক্ষাসত্র থাকে।

২৩ জানুয়ারী নেতাজী জন্মোৎসব পালিত হয়। ওইদিন বিকেল ৩টের সময় সিংহসদনে নেতাজী সম্পর্কে কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন। দুটি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতের দায়িত্বে থাকে সঙ্গীতভবন। পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। বিকালে অর্থাৎ ৫.৩০ মিনিটে গৌরপ্রাঙ্গণে আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয় এবং স্বদেশী সঙ্গীত পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা করে।

২৬ জানুয়ারী বিনয়ভবন মাঠে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি ছাত্র-পরিচালক (Proctor) পরিচালনা করেন। সন্ধ্যায় গৌরপ্রাঙ্গণে আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়। আলোকসজ্জায় ৫ থেকে ৬টি স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শেষে জাতীয় সঙ্গীত হয়।

১১ মাঘে মাঘোৎসব পালিত হয়। এইদিন সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে বিশেষ উপাসনা হয়। মন্দিরে বিশেষ একজন আচার্য থাকেন। মন্দিরের চারিদিকে মোমবাতি জ্বালানো হয়। এইদিনের মন্দিরকে সাজ মন্দিরও বলা হয় অর্থাৎ এই দিন সাদা পোশাক নয়। রঙিন পোশাকে সকলে মন্দিরে আসতে পারেন। মাঘোৎসবের মন্দিরের দায়িত্ব থাকে সঙ্গীতভবনের।

শ্রীনিকেতনে ফেব্রুয়ারি ৬ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব। শ্রীনিকেতন পাকুরতলা থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টায় "আগুনের পরশমণি" গান গেয়ে বৈতালিকের মধ্য দিয়ে শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি ভোর ৫টায় শ্রীনিকেতন পাকুরতলায় বৈতালিক হয়। বৈতালিকের গান থাকে "বিশ্বসাথে যোগে যেথায়"।

বিজ্ঞপ্তি

শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী ॥ বিশ্বভারতী

আগামী ৬, ৮, ১১ মাঘ ১৪২৯ (ইং ২১, ২৩, ২৬ জানুয়ারী ২০২৩) শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আয়োজিত নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী অধ্যাপক ও আশ্রমিকসহ সকলকে অনুষ্ঠানে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

যুগ্ম-সম্পাদক
সাংস্কৃতিক শাখা
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী

শান্তিনিকেতন
১২.০১.২০২৩

॥সূচি॥

২১ জানুয়ারী ২০২৩ / ৬ মাঘ ১৪২৯, শনিবার

উপাসনা	সকাল ৭:৩০	উপাসনা গৃহ
মহর্ষি-স্মারক আলোচনা	বিকেল ৩:৩০	ছাতিমতলা

২৩শে জানুয়ারী ২০২৩ / ৮ মাঘ ১৪২৯, সোমবার

নেতাজী-স্মারক আলোচনা	বিকেল ৩:৩০	সিংহসদন

২৬শে জানুয়ারী ২০২৩ / ১১ মাঘ ১৪২৯, বৃহস্পতিবার

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন	সকাল ৮:০০	বিনয়ভবন
স্বদেশীগান ও আলোকসজ্জা	সন্ধ্যা ৫:৪৫	গৌরপ্রাঙ্গণ
মাঘোৎসবের উপাসনা	সন্ধ্যা ৬:৩০	উপাসনা গৃহ

******

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

বিশেষ উপাসনা

মাঘোৎসব

১১ ই মাঘ ১৪২৯ — উপাসনা গৃহ
(২৬ জানুয়ারী ২০২৩), বৃহস্পতিবার — সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ

-: সূচি :-

সংগীতঃ- বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।

মন্ত্র পাঠ

সংগীতঃ- প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী।

আচার্যের ভাষণ

সংগীতঃ- সফল করো হে প্রভু আজি সভা।

আচার্যের ভাষণ

সংগীতঃ- মধুররূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ।

আচার্যের ভাষণ

সংগীতঃ- সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি!

মন্ত্র পাঠ

সংগীতঃ- পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে।

****

২০-২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। ওইদিন সকাল ৮ থেকে সকলে সাদা পোশাকে পূর্বপল্লীর রাস্তা ধরে বাংলাদেশ ভবনে যায়। ওখানে বেশ কিছু সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ভবনে ভাষাভবনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অনুষ্ঠান করে।

বিশ্বভারতী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বুধবার

অনুষ্ঠানসূচি প্রথম পর্যায় : শহিদবেদির সম্মুখে

প্রভাতফেরি	আন্তর্জাতিক অতিথিসদন	সকাল ৮.১০
শহিদবেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ	বাংলাদেশ ভবন	সকাল ৮.৩০

সংগীত ও অভিভাষণ

১. মোদের গরব, মোদের আশা – পাঠভবন

২. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে – পাঠভবন

৩. শুভ কর্মপথে, ধরো নির্ভয়গান – শিক্ষাসত্র

৪. আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে – শিক্ষাসত্র

৫. উপাচার্য মহাশয়ের অভিভাষণ

৬. আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে – সংগীত ভবন

৭. একবার গালভরা মা ডাকে – সংগীত ভবন

৮. আমি বাংলায় গান গাই – সংগীত ভবন

৯. চল যাই চল যাই চল যাই – সংগীত ভবন

চা-পানের বিরতি

অনুষ্ঠানসূচি দ্বিতীয় পর্যায় : বাংলাদেশ ভবন **সন্ধ্যা - ৬.৩০**

বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নরত ভাষাভবন ও বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের বিবিধ পরিবেশনা

১. সংস্কৃত বিভাগ

২. বাংলা বিভাগ

৩. হিন্দি বিভাগ

৪. অসমীয়া বিভাগ

৫. চীনা বিভাগ

৬. জাপানি বিভাগ

৭. জার্মান সি.এম.ই.এল.এল.সি.এস.

৮. ইতালিয়ান সি.এম.ই.এল.এল.সি.এস.

৯. ফরাসি সি.এম.ই.এল.এল.সি.এস.

১০. রাশিয়ান সি.এম.ই.এল.এল.সি.এস.

১১. বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ পরিবেশনা – ৫২-র ৭২

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আশ্রম সংগীত

আয়োজনে :

বিশ্বভারতীর ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রের বিদেশী-ছাত্র সহায়তা কেন্দ্র এবং
বাংলাদেশ ভবন

মার্চ মাসে অর্থাৎ বসন্ত কালে বসন্ত উৎসব হয়ে থাকে। আমাদের জেনে রাখা ভালো বসন্ত উৎসব দোল উৎসব নয়। এই উৎসব ধর্মীয় উৎসব নয়। এখানে ঋতুরাজ বসন্তের আহ্বান। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির কবি, তাঁর গানে, কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা, প্রকৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি। শান্তিনিকেতনে যেদিনই বসন্ত উৎসব পালিত হয়, ঠিক তার আগের দিন রাত্রি ৯টায় গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক হয় এবং ভোর পাঁচটায় বৈতালিক গৌর প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়। রাত নয়টায় বৈতালিকের গান থাকে "ও আমার চাঁদের আলো"।

ভোরের বৈতালিকে গান থাকে "আজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বসন্তোৎসব

২৯ চৈত্র ১৪২৮
১৩ এপ্রিল ২০২২

সকাল ৭-০০
গৌরপ্রাঙ্গন

সূচি

শোভাযাত্রা	ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল
সংগীত ও নৃত্য	আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
	আজি দখিন দুয়ার খোলা
সংগীত ও নৃত্য	নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন
	ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে
সংগীত ও নৃত্য	যদি তারে নাই চিনি গো
	ওগো দখিন হাওয়া
	আজি দক্ষিন পবনে
	দিয়ে গেনু বসন্তের এই
	দখিন হাওয়া, জগো জাগো
	বসন্তে ফুল গাঁথল
	বসন্তে বসন্তে তোমার
	চলে যায় মরি হায়
	বসন্ত, তোর শেষ করে দে
	রাঙিয়ে দিয়ে যাও
	যা ছিল কালো ধ্যালো

কর্মিপরিষদ্

বিশ্বভারতী।। শান্তিনিকেতন

অনুষ্ঠান সূচি

বসন্ত বন্দনা

(১৩-০৪-২০২২) বুধবার

বৈতালিক	– প্রাতঃকাল	৫-০০	গৌরপ্রাঙ্গন
শোভাযাত্রা	– প্রাতঃকাল	৭-০০	গৌরপ্রাঙ্গন
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	– সায়ংকাল	৬-৩০	গৌরপ্রাঙ্গন

বর্ষশেষ ও বর্ষবরণ

বর্ষশেষ - (১৪-০৪-২০২২)	- বৃহস্পতিবার		
আম্বেদকর জন্মদিবস পালন	- প্রাতঃকাল	৮-০০	কেন্দ্রীয় দপ্তর
উপাসনা	- সায়ংকাল	৬-৩০	উপাসনা গৃহ
বর্ষবরণ - (১৫-০৪-২০২২)	- শুক্রবার		
বৈতালিক	– প্রাতঃকাল	৫-০০	গৌরপ্রাঙ্গন
উপাসনা	- প্রাতঃকাল	৭-০০	উপাসনাগৃহ
বর্ষবরণ অনুষ্ঠান	– প্রাতঃকাল	৯-০০	ঘন্টাতলা
নৃত্যনাট্য	– সায়ংকাল	৬-৩০	গৌরপ্রাঙ্গন

রবীন্দ্র -জন্মোৎসব

২৫-শে বৈশাখ-১৪২৯ (০৯-০৫-২০২২), সোমবার

বৈতালিক	– প্রাতঃকাল	৫-০০	গৌরপ্রাঙ্গন
উপাসনা	- প্রাতঃকাল	৭-০০	উপাসনাগৃহ
কবিকণ্ঠ	- প্রাতঃকাল	৬-০০	রবীন্দ্রভবন
জন্মোৎসব অনুষ্ঠান	- প্রাতঃকাল	৮-৪৫	মাধবীবিতান
নৃত্যনাট্য	– সায়ংকাল	৬-৩০	গৌরপ্রাঙ্গন

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বসন্ত বন্দনা – ২০২৩

১৮ ফাল্গুন ১৪২৯
৩ মার্চ ২০২৩

গৌরপ্রাঙ্গণ

বৈতালিক – ভোর ৫টা

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

শোভাযাত্রা – সকাল ৭টা

ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল

পাঠভবন

আজি দক্ষিণপবনে

ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়

শিক্ষাসত্র

সব দিবি কে

মোর বীণা ওঠে

পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র

ঝর ঝর ঝর ঝর

ওরে আয় রে

কর্মীপরিষদ

ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী

সংগীত ভবন ও অন্যান্য

সহসা ডালপালা তোর উতলা

নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন

বসন্তে ফুল গাঁথল

ওরা অকারণে চঞ্চল

ফাগুনের নবীন আনন্দে

রঙ লাগালে বনে বনে

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে

সে কি ভাবে গোপন রবে

বসন্ত, তোর শেষ করে দে

রাঙিয়ে দিয়ে যাও / যা ছিল কালো ধলো

যেদিন বসন্ত উৎসব হয় তার আগের দিন রাত্রে এবং ভোরে সাদা পোশাকে বিশ্বভারতীর সকলে গৌর প্রাঙ্গণ থেকে গান গাইতে গাইতে ছাতিমতলার পাশ দিয়ে শান্তিনিকেতন বাড়ি হয়ে মাধবীবিতান অতিক্রম করে পাঠভবন অফিসের সামনে শোভাযাত্রা শেষ করে।

এরপর সকাল ৭টায় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বাসন্তী রঙের পোশাকে, নানা রঙের উত্তরীয় কপালে এবং কোমরে জড়িয়ে খোল দ্বার খোল গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে নাচতে আশ্রম পরিক্রমা করে। এ এক বিরল দৃশ্য। আকাশে বাতাসে আনন্দের ধারা, সকলের মুখে হাসি। শোভা যাত্রা শেষ হলে মূল মঞ্চে বিভিন্ন ভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে।

মূলমঞ্চে ১৬/১৭টি রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশিত হয়। সবার শেষে "যা ছিল কালো ধলো" গানটি পরিবেশিত হয়। এই গানের সঙ্গে সঙ্গে আবীর খেলা শুরু হয়। ছোটোরা বড়দের পায়ে আবীর দেয় এবং বন্ধু-বান্ধবীরা তাদের মতো করে আবীর খেলে।

রাত্রের বৈতালিকের গান এবং ভোরের বৈতালিকের গান সঙ্গীতভবনের দায়িত্বে থাকে।

এরপর সঙ্গীত ভবনের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের দ্বারা কোন বছর চণ্ডালিকা, কোন বছর শাপ মোচন, কোন বছর তাসের দেশ, কোন বছর ভানুসিংহের পদাবলী রাত্রে অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭টায় গৌরপ্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয়।

বর্তমানে বিশ্বভারতী ১৪ এপ্রিল শ্রদ্ধার সঙ্গে আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করে। উপাসনা গৃহ থেকে আশ্রম পরিক্রমা করে কোন বছর লিপিকা গৃহে আবার কোন বছর সেন্ট্রাল অফিসের সামনে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে অস্থায়ী মঞ্চে আম্বেদকরের উদ্দেশ্যে পুষ্প প্রদান করা হয়। এর পর বেদ গান, সমবেত সঙ্গীত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একজন আম্বেদকরের সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। শেষে উপাচার্য দু-চার কথা বলেন। সবার শেষে আশ্রম সঙ্গীত হয়।

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

আম্বেদকর-জয়ন্তী উদ্‌যাপন

৩০ চৈত্র ১৪২৭
১৪ এপ্রিল ২০২১

সকাল ৮.৪০
লিপিকা

সূচি

বেদগান
সমবেত সংগীত
বক্তার বক্তব্য উপস্থাপনা
উপাচার্য মহাশয়ের অভিভাষণ
আশ্রম সংগীত

***

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

কর্মিমণ্ডলী

শান্তিনিকেতন

অনুষ্ঠান সূচি

১৩-০৪-২০২৩	বৃহস্পতিবার		
সায়ংকাল	৬-৩০	নাটক: "লক্ষ্মণের শক্তিশেল"	আম্রকুঞ্জ

বর্ষশেষ ও বর্ষবরণ

বর্ষশেষ (১৪-০৪-২০২৩)	**শুক্রবার**		
আম্বেদকর জন্মদিবস পালন	প্রাতঃকাল	৮-০০	কেন্দ্রীয় দপ্তর
উপাসনা	সায়ংকাল	৬-৩০	উপাসনা গৃহ
বর্ষবরণ (১৫-০৪-২০২৩)	**শনিবার**		
বৈতালিক	প্রাতঃকাল	৫-০০	গৌরপ্রাঙ্গণ
উপাসনা	প্রাতঃকাল	৭-০০	উপাসনা গৃহ
বর্ষবরণ অনুষ্ঠান	প্রাতঃকাল	৯-০০	ঘন্টাতলা
নৃত্যনাট্য	সায়ংকাল	৬-৩০	গৌরপ্রাঙ্গণ

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

২৫-শে বৈশাখ ১৪৩০ (০৯-০৫-২০২৩), মঙ্গলবার

বৈতালিক	প্রাতঃকাল	৫-০০	গৌরপ্রাঙ্গণ
কবিকণ্ঠ	প্রাতঃকাল	৬-০০	রবীন্দ্রভবন
উপাসনা	প্রাতঃকাল	৭-০০	উপাসনাগৃহ
জন্মোৎসব অনুষ্ঠান	প্রাতঃকাল	৮-৪৫	মাধবীবিতান
নৃত্যনাট্য	সায়ংকাল	৬-৩০	গৌরপ্রাঙ্গণ

যুগ্মসম্পাদক

কর্মিমণ্ডলী, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী

विश्वभारती

VISVA-BHARATI

বর্ষশেষ মন্দির

৩০ চৈত্র ১৪২৯

১৪ এপ্রিল ২০২৩

সন্ধ্যা ৬.৩০

উপাসনা গৃহ

সূচি

গান - দিনশেষের রাঙা মুকুল

মন্ত্রপাঠ

গান - দিন যদি হল অবসান

আচার্যের ভাষণ

গান - আমার জীর্ণ পাতা

আচার্যের ভাষণ

গান - ঐ আসনতলে

আচার্যের ভাষণ

গান - মধুর তোমার শেষ যে না পাই

মন্ত্রপাঠ

গান - রাত্রি এসে যেথায় মেশে

***

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বর্ষবরণ

০১ বৈশাখ ১৪২৯
১৫ এপ্রিল ২০২২

সকাল ৯-০০
ঘন্টাতলা

সূচি

সংগীত	তোমার দুয়ার খোলা	
	পাঠ	
সংগীত	ধ্বনিল আহ্বান	
	পাঠ	
সংগীত	জগৎ জুড়ে উদার সুরে	
	পাঠ	
সংগীত	তুমি যে সুরের আগুন	
	পাঠ	
সংগীত	গানের ভিতর দিয়ে যখন	
সংগীত	তাই তোমার আনন্দে	
সংগীত	অন্তর মম বিকশিত কর	
সংগীত	তুমি নব নব রূপে এলে প্রানে	
সংগীত	এই যে তোমার প্রেম	
সংগীত	আকাশ হতে আকাশ পথে	

৩০ চৈত্র সন্ধ্যায় বর্ষশেষের মন্দির হয়। মন্দিরে গানের দায়িত্বে সঙ্গীতভবন থাকে। মন্দিরের আচার্যের দায়িত্ব সাধারণত উপাচার্য মহাশয় গ্রহণ করেন। উনি আচার্য না হলে অন্য কেউ আচার্য হবেন অবশ্যই উপাচার্যের অনুমতি সাপেক্ষে। মন্দির সাধারণত এক ঘন্টার মধ্যে সমাপ্ত হয়।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

নববর্ষ

বিশেষ উপাসনা

১ বৈশাখ ১৪২৮
১৫ এপ্রিল ২০২১

সকাল ৭.০০
উপাসনা গৃহ

॥ সূচি ॥

সংগীত : এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : জগৎ জুড়ে উদার সুরে

আচার্যের ভাষণ (১ম পর্ব)

সংগীত : নব আনন্দে জাগো

আচার্যের ভাষণ (২য় পর্ব)

সংগীত : এদিন আজি কোন ঘরে

আচার্যের ভাষণ (৩য় পর্ব)

সংগীত : ভয় হতে তব অভয় মাঝে

মন্ত্রপাঠ

সংগীত : মোরা সত্যের 'পরে মন

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

নববর্ষ

১ বৈশাখ ১৪৩০ — সকাল ৭.০০

১৫ এপ্রিল ২০২৩ — উপাসনা গৃহ

সূচি

হে চিরনূতন আজি

মন্ত্রপাঠ

কোন খেলা যে খেলব

আচার্যের ভাষণ

সকাতরে ওই কাঁদিছে

আচার্যের ভাষণ

নয়ন তোমারে পায় না

আচার্যের ভাষণ

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে

ওহে জীবনবল্লভ

মন্ত্রপাঠ

আলোকেরই ঝরণাধারায়

***

১৫ এপ্রিল (১লা বৈশাখ) নববর্ষ পালিত হয়। ওইদিন ভোরে বৈতালিক হয়ে থাকে। বৈতালিক গৌরপ্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়। বৈতালিক ভোর পাঁচটায় শুরু হয়। বৈতালিকের গান থাকে "ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়"।

সকাল ৭টায় বিশেষ উপাসনা হয়। নববর্ষের উপাসনায় আচার্য উপাচার্য থাকেন। উপাসনার শেষে উদয়ন বাড়িতে কবির চেয়ারে ফুল প্রদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর সকাল ৯টায় মাধবীবিতানে বর্ষ বরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়।

রাতে পাঠভবন অথবা শিক্ষাসত্র গৌরপ্রাঙ্গণে রবীন্দ্র নৃত্য নাট্য পরিবেশন করে।

কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে প্রতিটি অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

২৫শে বৈশাখ (৯মে) রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়।

ভোর ৫টায় গৌর প্রাঙ্গণ থেকে বৈতালিক হয়। বৈতালিকের গান "মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে"। গানের দায়িত্বে সঙ্গীতভবন থাকে। ভোর ৫.৩০ মিনিটে উদয়ন বাড়ি থেকে কবি কণ্ঠ শোনানো হয়। এর দায়িত্বে রবীন্দ্রভবন থাকে। সকাল ৭টায় বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনায় আচার্য থাকেন উপাচার্য বা অন্য কেউ। অন্য কাউকে আচার্য করা হলেও উপাচার্যের অনুমতি নিতে হয়।

উপাসনার পর উদয়ন বাড়িতে গিয়ে পুষ্প প্রদান করা হয়। পুষ্প প্রদানে উপাচার্য মহাশয় থাকেন।

২৫শে বৈশাখ মাধবীবিতানে সকাল ৯টা থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব বিভিন্ন ভাষায় পালিত হয়। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন ভাষায় এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জানায়।

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

বর্ষবরণ

১ বৈশাখ ১৪৩০ — সকাল ৯.০০
১৫ এপ্রিল ২০২৩ — মাধবী বিতান

সূচি

সংগীত – আলোক আলোকময় করে দে ...

পাঠ –

সংগীত – মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের কুসুমখানি

পাঠ –

সংগীত – অরূপবীণা রূপের আড়ালে

পাঠ –

সংগীত – বাজাও আমারে বাজাও

পাঠ –

সংগীত – এই তো তোমার আলোকধেনু
আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে
তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে
নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে
জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়

২৫ বৈশাখ সন্ধ্যা ৭টায় গৌরপ্রাঙ্গণে পাঠভবন/শিক্ষাসত্র নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে।

২৫ বৈশাখের পর পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের গ্রীষ্ম অবকাশ শুরু হয়। শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর উৎসব অনুষ্ঠান ২৫ বৈশাখ পর্যন্ত হয়ে থাকে। গরমের ছুটির পর জুলাই মাসে নতুন করে কর্মি মণ্ডলীর গঠন হয়। কর্মিমণ্ডলীতে কে থাকবেন কে থাকবেন না সেটা সাধারণ অধ্যাপক, কর্মিবৃন্দ ঠিক করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মাননীয় উপাচার্য গ্রহণ করেন কারণ তিনি কর্মিমণ্ডলী এবং কর্মিসংঘের সভাপতি।

বিশ্বভারতী

विश्वभारती

VISVA-BHARATI

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ, ১৪২৯ সকাল ৮.৪৫

৯ মে, ২০২২ মাধবী বিতান

সঙ্গীত – হে নুতন, দেখা দিক আর-বার

সঙ্গীত – পাঠভবন – ওই মহামানব আসে

পাঠ –

সঙ্গীত – পাঠভবন – জয় হোক জয় হোক

পাঠ –

সঙ্গীত – শিক্ষাসত্র – মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের

পাঠ –

সঙ্গীত – শিক্ষাসত্র – আলোয় আলোকময়

কবিতা – রসায়ন বিভাগ

পাঠ – ওডিআ বিভাগ

পাঠ – চীনা ভবন

গান / পাঠ – ফরাসী ভাষা

পাঠ – জাপানী ভাষা

কবিতা – ইতালী ভাষা

পাঠ – জার্মান ভাষা

পাঠ – রাসিয়ান ভাষা

পাঠ – অসমিয়া ভাষা

সঙ্গীত – পল্লী সংগঠন বিভাগ (সঙ্গীত শাখা) – তোমার সুরের ধারা

সঙ্গীত – সঙ্গীতভবন – যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ

খেলার ছলে সাজিতে আমার

আবার যদি ইচ্ছা কর

যে আমি ওই ভেসে চলে

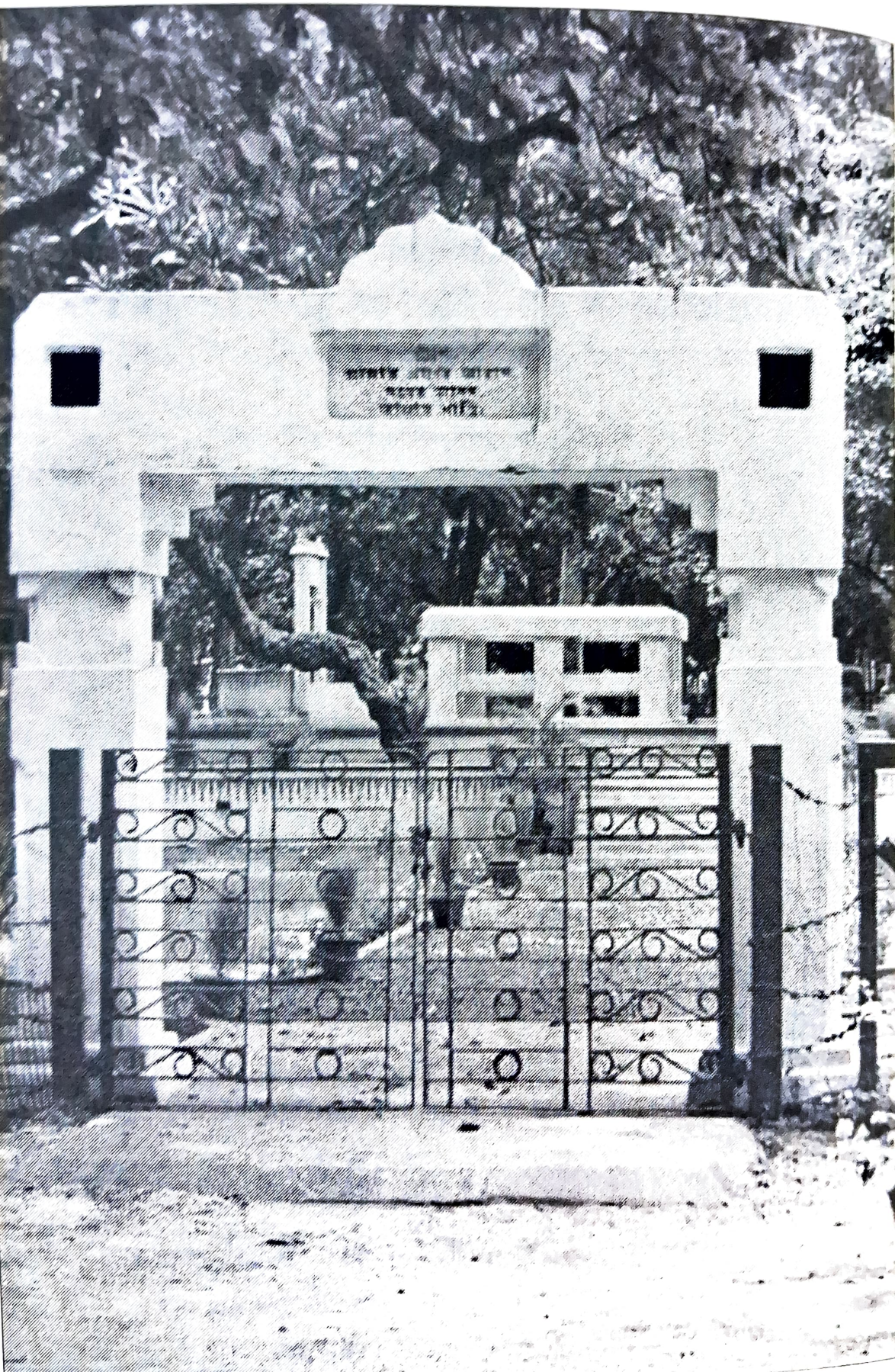

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৪-১৫ এপ্রিল ২০২১, শান্তিনিকেতন কর্ম্মিমন্ডলীর পক্ষ থেকে, সাম্প্রতিক করোনা-বিধি মেনে আম্বেদকর জন্ম-জয়ন্তী, বর্ষশেষ ও নববর্ষ অনুষ্ঠানগুলি নিম্নোক্ত সূচি অনুসারে উদ্‌যাপিত হবে।

৩০ চৈত্র ১৪২৭ (১৪.০৪.২১) বুধবার :

আম্বেদকর-জয়ন্তী

পদযাত্রা	সকাল ৮.০০	উপাসনা গৃহ থেকে আশ্রম পরিক্রমা করে লিপিকা
জয়ন্তী অনুষ্ঠান	সকাল ৮.৪০	লিপিকা প্রেক্ষাগৃহ

বর্ষশেষ

বিশেষ উপাসনা	সন্ধ্যা ৭.০০	উপাসনা গৃহ

১ বৈশাখ ১৪২৮ (১৫.০৪.২১) বৃহস্পতিবার :

নববর্ষ

বৈতালিক	ভোর ৫.০০	গৌরপ্রাঙ্গণ
বিশেষ উপাসনা	সকাল ৭.০০	উপাসনা গৃহ

(উপাসনান্তে উদয়নে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন)

***

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

বিশেষ উপাসনা
রবীন্দ্র জন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ, ১৪৩০
৯ মে, ২০২৩

সকাল - ৭.০০
উপাসনা গৃহ

সূচী

সঙ্গীত — হে নূতন দেখা দিক আর-বার

সঙ্গীত — নূতন প্রাণ দাও

মন্ত্রপাঠ

সঙ্গীত — আমার মাঝে তোমারি মায়া

আচার্যের ভাষণ

সঙ্গীত — যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি

আচার্যের ভাষণ

সঙ্গীত — যতখন তুমি আমায়

আচার্যের ভাষণ

সঙ্গীত — তোমার প্রেমে ধন্য

মন্ত্রপাঠ

সঙ্গীত — এই যে তোমার প্রেম

***

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

শান্তিনিকেতন কর্মিপরিষদ

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

আগামী ২৫ বৈশাখ মঙ্গলবার ১৪৩০ (৯ মে, ২০২৩) শান্তিনিকেতন কর্মিপরিষদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে **রবীন্দ্র জন্মোৎসব** পালন করা হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে পূর্ব প্রকাশিত অনুষ্ঠান সূচির কিছু পরিবর্তন করা হল। আপনাদের সকলের সক্রিয় উপস্থিতি কামনা করি।

ইতি

যুগ্ম সম্পাদক

শান্তিনিকেতন কর্মিপরিষদ

অনুষ্ঠান সূচি

বৈতালিক	ভোর ৫:০০	গৌরপ্রাঙ্গণ
কবিকণ্ঠ	ভোর ৫:৩০	উদয়ন বাড়ি
মন্দির	সকাল ৭:০০	উপাসনা গৃহ
পুষ্প প্রদান	সকাল ৮:১৫	উদয়ন বাড়ি

প্রচলিত উৎসব অনুষ্ঠান বাদ দিয়েও প্রতি বুধবার সকালে শীতকালে ৭.১৫ মিনিটে এবং গরম কালে সকাল ৬.৪৫ মিঃ উপাসনা হয়। এই উপাসনায় কোন কোন বুধবার গানের দায়িত্বে থাকে সঙ্গীতভবন, পাঠভবন, শিক্ষাসত্র এবং পল্লী সংগঠন বিভাগের সঙ্গীত বিভাগ। বুধবারের উপাসনা ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের হয়। প্রথমে সমবেত গান, পরে মন্ত্রপাঠ সকলে উঠে দাঁড়িয়ে, পরে দ্বিতীয় গান। এরপর আচার্যের ভাষণ। ভাষণের শেষে তিনি মন্ত্রপাঠ করেন 'অসতোমা সদগময়'। আচার্য রবীন্দ্রনাথের বা দেবেন্দ্রনাথের লেখা থেকে বিশেষ অংশ পাঠ করে থাকেন। আচার্যের পাঠের শেষে তৃতীয় গান হয়। গানগুলি পাঠের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়।

উপাসনা মন্দিরে প্রতি বছর ১লা বৈশাখ রঙিন আলপনা দেওয়া হয়। বর্ষশেষে সাদা আলপনা দেওয়া হয়। প্রতি বুধবার মন্দিরে ধূপ দেওয়া হয় এবং ছোট ছোট টেবিলগুলি উদ্যান বিভাগের মহাদলের মেয়েরা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেয়। অনেক সময় সঙ্গীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীরাও ফুল দিয়ে সাজায়। উপাসনা আরম্ভ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে মন্দিরের ঘন্টা দেওয়া হয়। সাধারণত ছাত্ররা এই ঘন্টা দিয়ে থাকে। যিনি আচার্য হবেন তিনি সাদা পোষাকে এবং গলায় উত্তরীয় দিয়ে আসবেন। মন্দিরের ভিতরে আলপনা কলাভবনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়।

অসতোমা সদগময়
তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যুর মা অমৃতংগময় আবিরাবির
ময়েধি
রুদ্র ইয়ত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।
ওঁম শান্তিহি শান্তিহি শান্তিহি হরিহি ওঁম।

বিশ্বভারতীর প্রতিটি অনুষ্ঠানের শেষে আশ্রমসঙ্গীত করা হয়ে থাকে।

আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশ-ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥
মোদের তরুমূলের মেলা, মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আম্‌লকী-কানন॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক-মন॥

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

মাননীয়
শ্রীমতী শাশ্বতী গুহঠাকুরতা
কলকাতা

মহাশয়,
সবিনয় নিবেদন,

প্রতি বছরর মতো এবারও শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে আগামী ২৩-২৮ শ্রাবণ ১৪২৯ রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এবছর আমরা আপনাকে ২৪ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ১০ অগস্ট ২০২২) বুধবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায় শান্তিনিকেতন লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 'আশ্রম পিতা রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়ে বক্তা হিসাবে আসন অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আশা করছি আপনি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারসহ,

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
১ অগস্ট ২০২২

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুত চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

মাননীয়
শ্রীমতী শ্রেয়া গুহঠাকুরতা
কলকাতা

মহাশয়,
সবিনয় নিবেদন,

প্রতি বছরর মতো এবারও শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে আগামী ২৩-২৮ শ্রাবণ ১৪২৯ রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এবছর আমরা আপনাকে ২৪ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ১০ অগস্ট ২০২২) বুধবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায় শান্তিনিকেতন লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 'আশ্রম পিতা রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়ক আলোচনা সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আশা করছি আপনি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারসহ,

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
১ অগস্ট ২০২২

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

মাননীয়
শ্রীমতী শ্রবন্তী বন্দোপাধ্যায়
কলকাতা

মহাশয়,
সবিনয় নিবেদন,

প্রতি বছরর মতো এবারও শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে আগামী ২৩-২৮ শ্রাবণ ১৪২৯ রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এবছর আমরা আপনাকে ২৫ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ১১ অগস্ট ২০২২) বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায় শান্তিনিকেতন লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 'রবীন্দ্রনাথের ছবি ও গান' এই বিষয়ে বক্তা হিসাবে আসন অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আশা করছি আপনি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারসহ,

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
১ অগস্ট ২০২২

বিশ্বভারতী
बिश्वभारती
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

মাননীয়
শ্রীমতী নমিতা রায়চৌধুরী
কলকাতা

মহাশয়,
সবিনয় নিবেদন,

প্রতি বছরের মতো এবারও শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে আগামী ২৩-২৮ শ্রাবণ ১৪২৯ রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এবছর আমরা আপনাকে ২৫ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ১১ অগস্ট ২০২২) বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায় শান্তিনিকেতন লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 'রবীন্দ্রনাথের ছবি ও গান' এই বিষয়ক আলোচনা সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আশা করছি আপনি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারসহ,

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
১ অগস্ট ২০২২

শান্তিনিকেতন, পশ্চিম বঙ্গাল, ভারত–731235
SANTINIKETAN, WEST BENGAL, INDIA-731235
Website: www.visva-bharati.ac.in

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

প্রতিষ্ঠাতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রাধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

মাননীয়া
সাধনা বড়ুয়া
কলকাতা

মহাশয়,
সবিনয় নিবেদন,

প্রতি বছরের মতো এবারও শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে আগামী ২৩-২৮ শ্রাবণ ১৪২৯ রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এবছর আমরা আপনাকে ২৭ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ১৩ অগস্ট ২০২২) শনিবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায় শান্তিনিকেতন লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 'বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়ে বক্তা হিসাবে আসন অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আশা করছি আপনি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারসহ,

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
১২ অগস্ট ২০২২

বিশ্বভারতী
विश्वभारती
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

संस्थापक: रवीन्द्रनाथ ठाकुर
Founder: Rabindranath Tagore

उपाचार्य: प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

বিশ্বভারতী শতাব্দী-পূর্তি সমারোহ
100
1921 - 2021
VISVA-BHARATI CENTENARY CELEBRATIONS

মাননীয়
সুমনা পাল ভিক্ষু
কলকাতা

মহাশয়,
সবিনয় নিবেদন,

প্রতি বছরের মতো এবারও শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে আগামী ২৩-২৮ শ্রাবণ ১৪২৯ রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এবছর আমরা আপনাকে ২৭ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ১৩ অগস্ট ২০২২) শনিবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায় শান্তিনিকেতন লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 'বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়ে বক্তা হিসাবে আসন অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আশা করছি আপনি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারসহ,

শান্তিনিকেতন
১ অগস্ট ২০২২

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल, भारत–731235
SANTINIKETAN, WEST BENGAL, INDIA-731235
Website: www.visva-bharati.ac.in

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

মাননীয়
ডঃ বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরো
কলকাতা

মহাশয়,
সবিনয় নিবেদন,

প্রতি বছরর মতো এবারও শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে আগামী ২৩-২৮ শ্রাবণ ১৪২৯ রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এবছর আমরা আপনাকে ২৭ শ্রাবণ ১৪২৯ (ইং ১৩ অগস্ট ২০২২) শনিবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায় শান্তিনিকেতন লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 'বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়ে বক্তা হিসাবে আসন অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আশা করছি আপনি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারসহ,

শান্তিনিকেতন
১ অগস্ট ২০২২

যুগ্ম-সম্পাদক
শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলী
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতনে ঘণ্টার কথা

রেলকে যেমন ভারতের জীবনরেখা বলা হয় তেমনই শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ঘণ্টাধ্বনি আশ্রমের প্রাণস্পন্দন। গৌরপ্রাঙ্গণে মোট তিনটি ঘণ্টা। সিংহসদনে মাথার উপর দুটি ঘণ্টা লাগানো আছে। একটি ঘণ্টা ঘড়ির সময়ের সঙ্গে বজতে থাকে। অন্যটি নিচে থেকে দড়ি টেনে বাজাতে হয়। বৈতালিক শুরুর আগে, ক্লাস শুরু, ক্লাস শেষ ঘণ্টা ধ্বনির মাধ্যমে জানানো হয়। দড়ি ছিঁড়ে গেলে পুরনো ঘণ্টাটি বাজানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে সিংহসদনের সময় ঘড়ির ঘণ্টা এবং দড়ি টানা ঘণ্টাটি আর বাজে না। একটির যান্ত্রিক ত্রুটি অন্যটির দীর্ঘদিন ধরে দড়ি ছিঁড়ে গেছে। আশ্রম প্রাঙ্গণে একটি ঘণ্টা বাজে ঠিক বৈতালিক শুরুর আগে এবং উপাসনা মন্দিরে উপাসনা শুরু আগে।

তিনটি করে ঘণ্টা দেওয়া হয় বৈতালিক শুরুর আগে।

চারটি করে ঘণ্টা দেওয়া হয় বিশ্বভারতীর উৎসব অনুষ্ঠান শুরুর আগে। পাঁচটি করে ঘণ্টা বাজলে শান্তিনিকেতনে বিপদের সংকেত জানান দেয়।

আশ্রম সংগীত

আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।

তার আকাশ-ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,

মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥

মোদের তরুমূলের মেলা, মোদের খোলা মাঠের খেলা,

মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।

মোদের শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি,

সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আম্‌লকী-কানন॥

আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে,

মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।

মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক তানে,

মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক-মন॥

২২ শ্রাবণ ভোরে বৈতালিকের গান

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল যে, পার হল।
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে, সকল সুখের সার হল ॥
এত দিন নয়নধারা বয়েছে বাঁধনহারা,
কেন বয় পাই নি যে তার কূলকিনারা—
আজ গাঁথল কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হল ॥
তোমার সাঁঝের তারা ডাকল আমায় যখন অন্ধকার হল।
বিরহের ব্যথাখানি খুঁজে তো পায় নি বাণী,
এত দিন নীরব ছিল শরম মানি—
আজ পরশ পেয়ে উঠল গেয়ে, তোমার বীণার তার হল ॥

২২ শ্রাবণ উপাসনার পরে শোভাযাত্রার গান

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে ॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে ॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব পানে॥

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রার গান

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ॥
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহন প্রাণ॥
পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি এসো শ্যামসুন্দর।
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী, মাতাও নীলাম্বর।

হলকর্ষণ উৎসবে শোভাযাত্রার গান

ফিরে চল্, ফিরে চল্, ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে॥
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে॥
দিক হতে ওই দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা সাগর-পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে॥

হলকর্ষণ উৎসবে বৈতালিকের গান

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও॥
নয়কো বনে, নয় বিজনে নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও॥
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারও।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দধন,হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারও॥

৬ পৌষ গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিকের গান

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ॥
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে ॥
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ লভিয়াছে, এক গভীর গন্ধ,
আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উছাসে।
আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে বাঁশরির সুরে বিলাসে ॥

৭ পৌষ গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিকের গান

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গলপ্রভাতে ॥
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে: তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে—
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥
বাহির করো তব পথের মাঝে, বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন, মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে ॥

বসন্তোৎসবের আগের দিন রাতে বৈতালিকের গান

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে॥
যে-গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল গো, বাজল সে-সুর আমার প্রাণের তালে তালে॥
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিন-হাওয়া দিশাহারা আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে রঙের হিলোল—
মর্মরিত মর্ম গো,
মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে॥

বসন্তোৎসবের দিন ভোরে বৈতালিকের গান

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো,
এই সংগীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভবিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে।

১ বৈশাখ ভোরে বৈতালিকের গান

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয় ॥
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয় ॥
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমারি তূর্য বাজে—
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয় ॥

২৫ বৈশাখ ভোরে বৈতালিকের গান

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গলপ্রভাতে ॥
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে: তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে—
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥
বাহির করো তব পথের মাঝে, বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন, মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে ॥

সাপ্তাহিক উপাসনার মন্ত্র

অসতোমা সদ্গময়
তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যুর মা অমৃতংগময় আবিরাবির
ময়েধি
রুদ্র ইয়ত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।
ওঁম শান্তিহি শান্তিহি শান্তিহি হরিহি ওঁম।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতনে অচ্যুতানন্দ
শৈলেন মিশ্র । ৬০ টাকা
পৌষমেলা : স্মৃতির সফর
আবীর মুখোপাধ্যায় । ৩৯৯ টাকা
ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী
অভিজিৎ বাজপেয়ী । ৩৫০ টাকা
রবীন্দ্রচেতনায় রুদ্র-শিব
কল্পিকা মুখোপাধ্যায় । ৩৫০ টাকা
অন্তহীন শান্তিনিকেতন
ইন্দ্রজিৎ মৈত্র । ২২৫ টাকা
কলাভবনের 'নন্দন' ও শিল্পচিন্তন
অরুণ পাল । ২২৫ টাকা
রবীন্দ্রসাহিত্যে সংগীতভাবনা ও সংগীতচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ
সিতাংশু রায় । ৬০০ টাকা
আমার শান্তিনিকেতন
সম্বিত সিনহা । ৩৫০ টাকা
শান্তিনিকেতন : অন্তরে বাহিরে ।
সৈয়দ গোলাম মওলা, স্বাগতা মুখোপাধ্যায় । ৩৫০ টাকা

দিনগুলি তাঁর
পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার । ১০০০ টাকা
শান্তিনিকেতনের কবিতা । অমল পাল । ৪০০ টাকা
আনন্দবাজার : শান্তিনিকেতন । অমল পাল । ২০০ টাকা
পথের নাম শান্তিনিকেতন । নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । ৪০০ টাকা
শেষ নাহি যে
কুন্তল রুদ্র । ৩৫০ টাকা
রবীন্দ্রনাথ ও অপরাপর
দেবকুমার দত্ত । ৪০০ টাকা
রবীন্দ্র-রচনা পরিক্রমা : রাগের কালানুষঙ্গ ও ভাবচিত্র
। সপ্তর্ষি রায় । ৬০০ টাকা
রবীন্দ্র-কবিতায় গল্প । শ্রীপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় । ৬০০ টাকা

বইওয়ালা বুক ক্যাফে । রতনপল্লি, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫

জন্ম ১৯৬৪, শান্তিনিকেতনের জলহাওয়ায় বড় হয়ে ওঠা। শৈশবকাল থেকেই বিশ্বভারতী পাঠভবনের ছাত্র এবং পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যায়ন সমাপ্ত করে ১৯৮৭ সালে বিশ্বভারতী ভূগোল বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ। হিন্দি ভাষায় ডিপ্লোমা এবং বিনয়ভবন থেকে বি.এড উপাধি লাভ। ১৯৮৭ থেকে উত্তর বঙ্গের একটি বিদ্যালয়ে প্রায় ১০ বছর ভূগোলের শিক্ষক হিসাবে পাঠদান। ১৯৯৭ সালে বিশ্বভারতীর পাঠভবনে ভূগোলের অধ্যাপক পদে যোগদান এবং ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল অবসর গ্রহণ। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা ও ছোটগল্প লেখার শখ। শান্তিনিকেতন থেকে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত 'খোয়াই' পত্রিকার সম্পাদক এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত

boiwala
www.boiwalabookcafe.com
9 789394 087668
₹ 350